ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তরফ থেকে
শ্রীনারায়ণ গুহরায় কর্তৃক
৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
পয়লা জুন—১৯৫২

দাম : এক টাকা

মুদ্রক
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

গণনাট্যের জন্যে যাঁরা
প্রাণ দিয়েছেন—সেই
ভাবমাধব ও সুশীলের
অম্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

মনীন্দ্র মজুমদাব

ভূমিকা

আমি একজন নাট্যকার। কিন্তু এই কথাটাই বোধ হয় যথেষ্ট নয়। সেইজন্যে, যখন আরো স্পষ্ট কোরে বলি যে, আমি একজন গণনাট্যকার, তখনি অন্যের দৃষ্টিকে আমি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করি, যেমন অন্যে আকর্ষণ করে আমার।

অনাবিষ্কৃত সমাজ-সত্য বর্তমানের বহুবিধ জটিল সম্পর্কের অবরোধে বিদ্যমান। সে কাঁপছে আগ্নেয় এক শিখায়। আগামীকালে সে জ্যোতির্ময়তায় উদ্‌ঘাটিত হবেই। তার প্রতিবিম্বন রয়েছে মানুষের আশা-হতাশাময় আবেগের আয়নায়। তাকে চলেছে চেনার পালা তার সঠিক গতি ও প্রকৃতিতে—তার ঐতিহাসিক সত্যরূপে। আর, তারই স্বচ্ছন্দ বিশালত্বে তাকে উন্মোচিত করে গণনাট্যকার। কেননা, তার সঙ্গে পরিচয় গণনাট্যকারেরই বেশী—মানুষের প্রকৃত বেদনা ও স্বপ্নকে নির্ভুল বলিষ্ঠতায় উপস্থাপিত কোরতে গণনাট্যকারই সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী।

কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, গণনাট্যকার হিসাবে মুখর হবার দাবীটা খুব কাঁচা, আর শোনায় স্পর্ধার মতো, তাহোলে আমি এই কথাই বলবো যে, আগামীদিনের পরিপূর্ণ গণনাট্যকার এই মুহূর্তের দাবীর ধারায় সঙ্গত ও সার্থক—নাহোলে নয়।

"নাগপাশ" আমার দ্বিতীয় মৌলিক রচনা। প্রায় দেড়বছর আগে এ-নাটক রচিত হোয়েছে। পরবর্তীকালে যদিও এর অনেক-কিছু ত্রুটি নজরে পড়েছে, তবুও, কোনো বৃহৎ রূপান্তর না ঘটিয়ে শুধু বহির্সজ্জাকে সামান্য স্পর্শ করা হোয়েছে। উদ্দেশ্য, বিকাশের গতি যাতে বোধ্য হয়।

দুই

নাটকটি পরিচালনা কোরেছে শ্রীটিপু দাশগুপ্ত, আর এর প্রকাশনে তার উদ্যমই প্রধান। এছাড়া শ্রীঅসিত সিংহরায় প্রুফ দেখার ব্যাপারে প্রশংসনীয় সাহায্য কোরেছেন।

সব শেষে আমি ধন্যবাদ দোব গণনাট্যের সভ্যদের, বিশেষ কোরে উত্তর কলিকাতা শাখার। তাঁদের সমর্থন ও উৎসাহ না থাকলে নাটকটি হয়তো এতো তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হোতনা। ইতি—

পয়লা জুন, '৫২
গৌরীবাড়ী,
কলিকাতা।

মনীন্দ্র মজুমদার।

পরিচালকের বক্তব্য

নাটকটি সুষ্ঠুভাবে যাতে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার জন্যে কিছু ইঙ্গিত দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় ও স্থানের অভাবে তা হোয়ে উঠলো না।

তবে নাটকটি পরিচালনার সময় নাট্যকারের নির্দেশকে যথাসম্ভব অনুসরণ কোরলে অনেকটা সুবিধা হবে, এবং আমি এদিকে দৃষ্টি রাখার জন্যে কিছুটা জোর দিচ্ছি। যাঁরাই এ নাটক অভিনয় করুন না কেন, নাটকের মূল আবেগকে সর্বাগ্রে ধরতে হবে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ উচ্চারণ হওয়া প্রয়োজন।

এই নাটকের অভিনয়ে প্রয়োজন হোলে আমরা সাধ্যমতো সাহায্য কোরতে পারবো।

শ্রীটিপু দাশগুপ্ত।

যাঁরা প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ কোরেছিলেন

প্রমথ		রমানাথ সেনগুপ্ত
বিনা		শান্তি মুখার্জী
রমেন	..	দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
শিবদাস	..	তরুণ চন্দ্র
রামলাল		কানু মণ্ডল
অনিল		অমিয় সেনগুপ্ত
মা	.	সীমা দাশ
মঞ্জু		শঙ্করী বিশ্বাস
নন্দিতা		কল্যাণী সেনগুপ্ত

অন্যদিনের অভিনয়ে অংশগ্রহণ ও অভিনয়কে সফল করার জন্যে যাঁরা সাহায্য কোরেছেন

শান্তি ভট্টাচার্য, শান্তি চক্রবর্তী, শ্রীটিপু দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, ননী ঘোষ, ভোলা মুখার্জী, মণি মজুমদার, অমিয় বোস, আল্পনা বোস, শিবানী বিশ্বাস, সন্ধ্যা সেন, সানন্দা ঘোষ।

রূপসজ্জা ঃ শক্তি সেন, অতুল ভট্টাচার্য, নারায়ণ গুহরায়।

ব্যবস্থাপনা ঃ অজিত পাল, শঙ্কর লাহিড়ী, সন্তোষ দত্ত।

পরিবেশন কোরেছে

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ উত্তর কলিকাতা শাখা

পরিচালক ঃ

শ্রীটিপু দাশগুপ্ত

ঃ চরিত্র ঃ

প্রমথ

বিনয়

রমেন

শিবদাস

রামলাল

অমিয়

একটি ছেলে

মা

মঞ্জু

লতিকা

নাগপাশ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[একটি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের শোবার ঘর। একপাশে একটি চৌকী ও তার ওপর বিছানা। কোনাকুনি একটি দড়ি টাঙানো—তাতে আধময়লা কাপড়-চোপড়। এক কোনে একটি ছোট টেবিল, তাতে কিছু বইপত্র ও লেখবার সরঞ্জাম, তার সঙ্গে স্নো, আয়না, চিরুণী, সিঁদুরকৌটো ইত্যাদি। আর এক কোনে কয়েকটা বিবর্ণ বাক্সো পর পর সাজানো, দেয়ালে দেব-দেবীর ছবি ও ফটো। সময়—১৯৫২ সাল। শীতের সকাল। পরদা উঠলে দেখা গেল বাড়ীর বউ মঞ্জু গৃহস্থালীর কাজ কোরছে।]

নেপথ্যে মা॥ বৌমা—ও বৌমা—

[মঞ্জু মাথায় কাপড় টেনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল]

মঞ্জু॥ যাই মা। [মা-র প্রবেশ]

মা॥ থাক্ মা আর আসতে হবে না। [ঘরের মধ্যে দেখে] বিনয় কি বেরিয়েছে?

মঞ্জু॥ হ্যাঁ মা, খুব ভোরেই বেরিয়েছে। লতিঠাকুরঝির জন্য পাত্র দেখার কথা আছে না।

মা ॥ তা আমার সঙ্গে একবার দেখা কোরে গেল না ?

মঞ্জু ॥ ভোরের ট্রেনটাতেই গেল কিনা। আপনি বোধ হয় ঘুমোচ্ছিলেন, তাই আর ডাকে নি।

মা ॥ [বেদনায] আমার কপালে কি ঘুম আছে মা ? ছেলে আমার সারারাত রক্ত তুলেছে।

মঞ্জু ॥ রাত্রে মাঝে মাঝে কাশির শব্দ পাচ্ছিলুম বটে।

মা ॥ হ্যাঁ, সেকি কাশির তোড়। তোমাদের আর ডাকি নি। রক্তে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে বিছানা। গরীবের ঘরে কী যে কাল ব্যাধি এলো !

মঞ্জু ॥ কাল ব্যাধিই বটে। ঠাকুরপোর এই বয়স। আচ্ছা মা, ডাক্তার তো বলেছে ভাল হয়ে যাবে।

মা ॥ ও শুধু সান্ত্বনা। এ যে রাজযক্ষ্মা মা। একে সারাতে গেলে অনেক পয়সার দরকার। কোথায় আমাদের পয়সা ? কে দেবে ? বিনয়ের দিকে তো আর চাওয়া যায় না। খেটে খেটে কি চেহারাই হয়েছে বাছার। আমি তো আর ভরসা করি না মা।

মঞ্জু ॥ আপনি অতো ভাব্‌বেন না মা।

মা ॥ না ভাবতে পারলেই তো বাঁচি। কাল সারারাত কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কোরেছি—'হে ঠাকুর ছেলেকে আমার ভাল করে দাও।' কিন্তু ঐটুকু ছেলের মুখ দিয়ে যদি অতো রক্ত উঠে, তা হ'লে সে কি করে বাঁচবে মা ?

মঞ্জু ॥ ঠাকুরপো নিশ্চয় ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে। ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর?

মা ॥ [বেদনায় হেসে] জানি না। আর জেনেই বা কি হ'বে? কত আশা ছিল! [কিছুক্ষন ধ্যানমগ্নেরমতো থাকলো—তারপর হঠাৎ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে] যাও বৌমা—তুমি উনুনটায় আগুন দাও। আমি বরং—

মঞ্জু ॥ [বাধ্য আগ্রহে] যাচ্ছি মা। উনুনে আগুন দিয়ে আমি কাপড় কাচ্‌তে যাব। [প্রস্থানোদ্যত হ'যে ফিরলো] কিন্তু মা, কয়লা বোধহয় ফুরিয়েছে।

মা ॥ না, যা আছে আজকের মত হোয়ে যাবে। বেলা হ'লে কয়লা আনিয়ে নিও। একদিকে তেল, নুন আর কয়লা, আর একদিকে মহাব্যাধি। কোথা থেকে যে কী হবে! তুমি যাও আর দেরী কোর না। বিনয়ের আবার অফিসের দেরী হ'য়ে যাবে।

মঞ্জু ॥ আজ যে রবিবার মা।

মা ॥ ওই দেখো, কিছু খেয়াল নেই। ভুলের আর দোষ কী বলো?

[মঞ্জু একখানা সাড়ী, শাযা ও ব্লাউজ নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'ল]

হ্যাঁ, লতিকে একটু ডেকে দিও তো। কাল রাত্রে ওরও দুর্ভোগ গেছে।

[মঞ্জুর প্রস্থান]

[মা প্রথমে ঘরখানার চারিদিকে একবার দেখলো, তারপর ক্রমে ক্রমে

বিছানা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিষকে অসীম মমতায় গুছিয়ে রাখতে লাগলো। এই অনাবশ্যক ও লঘু গৃহকর্মে সংসারের প্রতি একটি চমৎকার প্রীতি ও মাধুর্য্য তার ভঙ্গিতে উদঘাটিত হ'ল।

গৃহকর্ত্তা প্রমথর প্রবেশ। ৪৭।৪৮ বছরের, ছোট্টখাট্ট একটি মানুষ। শরীর শীর্ণ-জীর্ণ ও পাকানো। চুলে পাক ধরে নি কোথাও, কিন্তু সমস্ত শরীর দারিদ্র্যের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ক্রমাগত দারিদ্র্যের চাপে কিম্বা স্বভাবত বৈশিষ্টে চোখদুটো অদ্ভুত রকমের ভয়ার্ত্ত—সদাশঙ্কিত, যেন চোরের মত। সাধারণত সোজাসুজি তাকিয়ে কথা বলে না। মানুষটা খুব দুর্ব্বল চিত্ত। জোর করে নিজেব বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে না। তাঁর কাপড় চোপড় ভিজে, গঙ্গাস্নান কোরে ফিরেছে। হাতে কমণ্ডলু ও গামছা কাঁধে। শীতে সে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে। ঘরে ঢুকেই কমণ্ডলু রেখে, ভিজে কাপড় নিংড়ে জল দিয়ে পা ধুলো।]

মা॥ ছি ছি কী করলে বলো তো? বৌমা এইমাত্র ঘরটা পরিষ্কার করে গেল—আর তুমি এসে একরাশ জল ফেল্‌লে?

প্রমথ॥ [ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে। শীতে কাঁপছে] তাই তো—যা শীত! তা বেশী জল পড়ে নি।

মা॥ তা এই শীতে গঙ্গাচানই বা কেন?

প্রমথ॥ না হ'লে কী পূণ্য হয়?

মা॥ পূণ্যের তো এই ফল। কিছু সুবিধে হ'ল? এদিকে সংসার যে অচল।

প্রমথ ॥ [কথাটার সন্তোষজনক উত্তর এড়িয়ে গিয়ে] হ্যাঁ—শীতে একেবারে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তা আমার—আলোয়ান—আলোয়ানটা কোথায় ?

মা ॥ কোথায় তা আমি কি করে জান্‌বো ? নিয়ে যাও নি কেন ?

প্রমথ ॥ নিয়ে যাই কি ক'রে ? কে কখন ঘাটে চুরি করে নেয়। তা গেল কোথায় সেটা ? আমার জিনিষ পত্র—

মা ॥ দেখনা ওঘরে গিয়ে।

প্রমথ ॥ ওঘরে ? ওঘরে আছে নাকি ? তা বলতে হয় সেটা—শীতে যে ম'লুম। [প্রস্থান]

মা ॥ [ম্লান হেসে] পূণ্য !

প্রমথ ॥ [নেপথ্যে] গেল কোথায় আলোয়ানটা—ঘোড়ার ডিম,—কই, এ ঘরেও তো দেখছি না।

[প্রমথ ঢুকলো]

প্রমথ ॥ এই শীতে কী আমি হি হি করে কাঁপবো ? আলোয়ানটা উধাও হ'য়ে গেছে ! আমার জিনিষপত্র কিছু ঠিক থাক্‌বে না। কেন আমি কি—নাও, এই শীতে এখন আমি ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপি !

মা ॥ কী, হ'য়েছে কি ? [প্রমথ তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল]

প্রমথ ॥ আলোয়ানটা পাখা হয়ে উড়ে গেছে !

মা ॥ উড়ে যায় নি, হয়তো বিনয় ওটা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছে।

প্রমথ ॥ [দপ ক'রে জ্বলে উঠবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ঠিক মতো পারলো না] কেন, আমার ওই ছেঁড়া-খোঁড়া পুরনো আলোয়ানটা নিয়ে টানাটানি কেন ?

মা ॥ ওর যে একটাও নেই।

প্রমথ ॥ কেন, সে রোজগার করে কী জন্যে ? একটা কিনতে পারে না ?

মা ॥ সে যা রোজগার করে তা তো সংসার গর্ভেই ঢেলে দেয়। আলোয়ান কিনবে কোথা থেকে ?

প্রমথ ॥ জানি, আমার রোজগার নেই বলেই এ কথা বল্‌লে। বুড়ো হয়েছি, শরীরে সামর্থ্য নেই—তাই তো এই অবস্থা। আমার জিনিষপত্র নিয়ে টানাটানি—আমাকে পিষে মারবার চেষ্টা।

মা ॥ হ্যাঁ, তোমাকে তো সকলেই পিষে মারতে চায়। দিনরাত ওই চিন্তাই করছো। আলোয়ানটা নিয়ে বিনয় গেছে লতির পাত্র দেখতে, কোথাও ইয়ার্কি দিতে যায় নি।

[প্রমথ নিরুত্তর]

মা ॥ তোমার আর কি ? মেয়ের বিয়ের জন্যে তোমার তো কোন ভাবনা নেই ? দিব্যি আছো—কোন দায়িত্বই নেই।

প্রমথ ॥ ক্ষমতা থাকলে তো দায়িত্ব থাক্‌বে।

মা ॥ ক্ষমতা! নিজের দোষে তুমি চাকুরি খুইয়েছ। এখন কে তোমাকে বুড়ো বয়সে চাকরী দেবে ? সবই তো তোমার নিজের দোষ।

প্রমথ ॥ [বেদনায়, দুঃখে তার মুখটা নীল হ'য়ে গেছে—কে যেন চাবুক মেরেছে হঠাৎ।] নিজের দোষ! নিজের দোষ বই কি! কারুর দোষ নেই। সব আমি আমার জন্যে কোরেছি। সব—সব। [হঠাৎ চুপ করে গেল]

[মা দেখলো, তারপর দড়ির কাছে গিয়ে একটা আধময়লা সুতির চাদর নিল]

মা ॥ [চাদরটা দিয়ে] নাও। এটা ততক্ষণ গায়ে দাও। শীতে যা কাঁপছো।

[প্রমথ চাদর গায়ে দিল]

ছেলে একটা জিনিষ নিয়েছে বলে স্বার্থপরের মত মেজাজ দেখাচ্ছ—আর ছেলে যে সমস্ত সংসারটি ঘাড়ে ক'রে বইছে, সে কথা ভেবেছো?

প্রমথ ॥ ভাবনা চিন্তা আমার শেষ হ'য়ে গেছে।

মা ॥ সেই জন্যেই তো আজ এই হাল।

[প্রমথ একবার তাকিয়েই চোখ ফেরালো। তারপর চাদরটা ভাল করে গাযে টেনেটুনে দিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'ল]

মা ॥ আবার বেরোচ্ছ কোথায়? চা নিয়ে কি বসে থাক্‌বো?

প্রমথ ॥ বসে থাক্‌বে কেন? আমার জন্যে বসে থাক্‌বার কি দরকার? আমি একটু ঘুরে আসি।

[প্রস্থান —লতিকার প্রবেশ]

লতিকা ॥ বৌদি—ও বৌদি একটু—

[মা'কে দেখে চুপ ক'রে গেল]

মা ॥ কী ?

লতিকা ॥ কিছু না।

মা ॥ রমু কি কোরছে রে ?

লতিকা ॥ ছোড়দা ঘুমোচ্ছে।

মা ॥ [নিঃশ্বাস ফেলে] যাক্—তবু ভালো। হ্যাঁরে, উনুন ধরেছে ?

লতিকা ॥ কখন—চা হ'য়ে গেল। হ্যাঁ মা, বাবা কোথায় গেল ? চা খেল না যে ?

মা ॥ জানি না।

লতিকা ॥ তোমার চা যে ঠাণ্ডা হচ্ছে।

মা ॥ হোক্। উনুন কি খালি পড়ে আছে ?

লতিকা ॥ হ্যাঁ, তুমিই তো রান্না চড়াবে বল্লে—তাই—

মা ॥ তা এতক্ষণ বলিস্ নি কেন ? মিছিমিছি কয়লা পুড়ছে। যা সব হোয়েছিস্। [প্রস্থান

[লতিকা মা-কে পেছন থেকে উঁকিমেরে দেখলো—তারপর চারিদিক্ সন্তর্পনে দেখে, চট্ কোরে টেবিলের কাছে গিয়ে স্নোর শিশিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি একখাবলা তুলে নিয়ে শিশিটা বন্ধ ক'রে, দ্রুত ও এলোমেলো হাতে মুখে মাখতে লাগলো। কিন্তু অনেকখানি স্নো নেওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি সেটা মুখের ত্বকে মিলিয়ে যেতে পারছে না। মুখের এখানে ওখানে স্নো লেগে রয়েছে। ইতিমধ্যে মঞ্জু ঘরে ঢুকলো, আর স্নো নিয়ে লতিকার আনাড়ি অপব্যয়ের ব্যাপার দেখে দ্রুত তার কাছে এলো]

মঞ্জু ॥ একি ঠাকুরঝি ? ছি ছি তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই দেখছি। এমন কোরে স্নো মাখে নাকি ?

[লতিকা নিরুত্তর, ভয়ে ভয়ে মুখের স্নো সামলাচ্ছে]

লতিকা ॥ [মুখ ঘস্‌ছে] কেন, আবার কি করে মাখে ?

মঞ্জু ॥ থাক্ আর কথা বলতে হবে না। দাও, শিশিটা দাও।

লতিকা ॥ [শিশিটা দিয়ে] নাও না শিশি, আমি যেন খেয়ে ফেলছি।

মঞ্জু ॥ ওকে খাওয়া ছাড়া আর কি বলে ? একগাদা স্নো মাখলেই যদি ফরসা হওয়া যেত, তাহলে আর ভাবনা কী ? তোমার আর কী ?

লতিকা ॥ অমন করছো কেন ? না হয় তোমার একটু স্নো-ই নিয়েছি।

মঞ্জু ॥ একটু নাও নি, শিশিটা একেবারে খালি ক'রে দিয়েছ।

লতিকা ॥ ছি ছি বৌদি, শিশিটা তো এম্‌নিতেই খালি ছিল।

মঞ্জু ॥ থাক,—খুব হ'য়েছে। আমি না হয় মিথ্যে কথা বল্‌ছি।

লতিকা ॥ বেশ, তোমার স্নো না হয় আমি শোধ ক'রে দোব। দাদা আমাকে একটা এনে দেবে বলেছে—তার থেকে অর্দ্ধেকটা তোমাকে দিয়ে দেবো, হবে তো তখন ?

মঞ্জু ॥ [বেগে] ঠাকুরঝি!

লতিকা ॥ ওঃ ভারি তো একটু স্নো নিয়েছি—তাতে আবার মেজাজ দেখ না!

মঞ্জু ॥ তোমাকে তো আর রোজগার ক'রতে হয় না।

লতিকা ॥ যেন তুমিই কত রোজগার করো।

মঞ্জু ॥ যাও, যাও এঘর থেকে।

লতিকা ॥ ইস্, তোমার একার ঘর নাকি? দিনের বেলা এটা সকলের ঘর।

মঞ্জু ॥ বেশ, তবে তুমিই থাকো।

[দ্রুত প্রস্থান]

লতিকা ॥ [মুখ ভঙ্গি ক'রে] ইঃ রাগে একেবারে খন্ খন্ করছেন্।

[প্রমথর প্রবেশ। ঢুকেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্তর্পণে একবার লতিকা ও একবার বাইরের দিকে তাকালো। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন সে কাউকে সঙ্গে ক'রে এনেছে। কিন্তু লতিকার সামনেই তাকে ঘরে নিয়ে আসবে কিনা ঠিক ক'রতে পারছে না।]

লতিকা ॥ [বাবাকে দেখে] বাবা, তুমি এখন এলে! চা কিন্তু হ'য়ে গেছে।

প্রমথ ॥ [চা-টতারা যেমন কাছে বড়, তেমনি সঙ্গের লোকটিকেও ঘরে নিয়ে আসা বড়] কেন, আমি তো আস্‌ছি বলে গেলুম!

লতিকা ॥ চা কি এখন হ'য়েছে?

প্রমথ ॥ ভালোই হয়েছে, আমি চা না খেলে কার কী? যাক্—[নিচু গলায় অনুনযেব মত] তা এখন একটু দেখ্ না, চা হয় কিনা।

লতিকা ॥ ওবে বাবা, আমি পারবো না, মাসের শেষ —কোথায় চা, কোথায চিনি —আমি বরং মাকে বলি গে—

প্রমথ ॥ থাক্ থাক্ আব বলতে হ'বে না। ববাতে নেই তো আর কী হ'বে? হ্যাঁবে, তোব মা কোথায় রে?

লতিকা ॥ মা তো বান্নাঘবে।

প্রমথ ॥ [ভেবে] ঠিক্ আছে। তোকে কিছু বলতে হবে না। তুই যা।

[লতিকা বাবাব মুখেব দিকে তাকিযে চলে গেল]

প্রমথ ॥ [বাইবেব দিকে তাকিয়ে] আসুন, ভেতরে আসুন বামলালবাবু।

[একটু পবে বামলালবাবু ঢুকলো। চোগা মধ্যবযসী লোক। শীর্ণ চেহাবা ও উজ্জ্বল চোখে একটি ধূর্ত্ততা বিচ্ছুবিত। আধময়লা জামা কাপড—পাযে কেড্স, হাতে ব্যাগ। অঙ্গভঙ্গিতে একটি সবজান্তা ভাব]

প্রমথ ॥ [আপ্যাযন ক'বে] বসুন—বসুন, এইখানে বসুন।

[বিছানায বসিয়ে পবম বশম্বদেব মত]

প্রমথ ॥ নেহাত ভাগ্যের জোর বলতে হ'বে—না হ'লে আপনার দেখা পাই। [রামলাল মাথা দুলিয়ে হাসলো] আমার একটা উপায় ক'রে দিন। আর তো পারি না।

রামলাল ॥ কে কার উপায় করে, মালিকই ভরসা।

প্রমথ ॥ মালিককে ভরসা করেই তো বসে আছি। কিন্তু দিন তো আর ফেরে না।

রামলাল ॥ ফিরবে বইকি, ফিরবে। সুখ-দুঃখ চক্রবৎ ঘুরছে। সুদিন আসবেই।

প্রমথ ॥ কবে আর আসবে? [উদাস হ'য়ে] চাকরীটা গিয়ে অবধি কী যে হাল হয়েছে—আপনাকে তো সব বলেছি। আর পারছি না। কেউ আমার একটা কথা পর্য্যন্ত শোনে না। অথচ সকলের জন্যে বুকটা আমার ফেটে যায়—তা কেউ জানে না।

রামলাল ॥ অতো অস্থির হ'লে কি হয়? ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রতে হ'বে।

প্রমথ ॥ ধৈর্য্যেরও তো শেষ আছে। অস্থির না হ'য়ে করি কী? সকলে জানে আমি সংসার-চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি। গঙ্গাস্নান করি, গীতা পড়ি—কতো কী! কিন্তু এই সংসারটার জন্যে মায়া একটুও কাটাতে পারি না তো। গঙ্গায় ডুব দিয়েও বুকের যন্ত্রণা যায় না। তবুও চুপ ক'রে থাকি।

রামলাল ॥ চুপ ক'রে থাকতেই হবে। এখন যে গ্রহের ফের পড়েছে।

প্রমথ ॥ কিন্তু—একবার হাতটা দেখবেন রামলালবাবু?

রামলাল ॥ হাত তো দেখেছি। বার বার দেখে লাভ কী?

প্রমথ ॥ সেই তো কবে দেখেছিলেন! আজ আর একবার দেখুন না। কিছু বদ্‌লে গেছে—যেতেও পারে তো!

রামলাল ॥ না, অতো তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তন আসে না। তবে—বল্‌ছেন, একবার দেখি। [হাত নিয়ে] হুঁ, শনি এখনো কুপিত। তবে—হ্যাঁ—কোপদৃষ্টি থেকে মুক্তি পাবার একটা আলো দেখছি বটে। এইখানে এই রেখাটা আর একটু এগিয়ে এলেই হবে। [প্রমথ উৎসাহে কাছে ঘেসে বস্‌লো]

তবে এখনও মাসখানেক দেরী আছে। বৃহস্পতি দেখছি প্রসন্ন হবেন। শনি সাহায্য করবেন। [হাতটা সরিয়ে দিয়ে] না,—নিরাশ হবার মত কিছু নেই। তবে এখনো মাসখানেক কপালে দুর্ভোগ আছে।

প্রমথ ॥ এতো সইলুম আর মাসখানেক সইতে পারবো না!

রামলাল ॥ পারবেন বই কি। নিশ্চয়ই পারবেন। কিছু অর্থপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখ্‌লুম হাতে।

প্রমথ ॥ [চোখে আশা] অর্থ প্রাপ্তি! ঠিক বলছেন? ভাল ক'রে দেখেছেন তো?

রামলাল ॥ হ্যাঁ, আমি যা দেখি ভাল ক'রেই দেখি, তবে একমাস পরে—শনির দুষ্টপ্রভাব কেটে গেলে।

প্রমথ ॥ তা হ'লে ভাগ্যের ওপর যে পাথরটা বসে আছে তা খসে যাবে?

রামলাল ॥ না গিয়ে উপায় নেই যে।

প্রমথ ॥ সত্যি বলছেন টাকা পাবো? টাকা—টাকা, কত টাকা বলতে পারেন? টাকা পেলে আমি আমার মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দেব। আর—আমার রমু যক্ষ্মায় ভুগছে। টাকা পেলে সে হয়তো বেঁচে যাবে।

রামলাল ॥ [ব্যাগ খুলতে খুলতে] তাহলে টিকিটটা দিই?

প্রমথ ॥ টিকিট?

রামলাল ॥ হ্যাঁ, লটারীর টিকিট।

প্রমথ ॥ [বিষণ্ণ হেসে] ওঃ, সে তো ফি বারেই একখানা কিনছি।

রামলাল ॥ এবার কিন্তু দু'খানা। হাতে যখন প্রাপ্তি-যোগ রয়েছে, তখন আর ভয় করবার কিছু নেই।

প্রমথ ॥ দু'খানা? একেবারে চারটাকার ধাক্কা!

রামলাল ॥ এ চারটাকা খরচ করতেই হবে।

প্রমথ ॥ [ভেবে] দিন, দু'খানাই নেব এবারে।

[সন্তর্পণে চারিদিকে তাকালো। রামলাল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র লিখতে লাগলো]

রামলাল ॥ প্রাপ্তিযোগ যখন রয়েছে তখন দু'খানা নেওয়াই ভালো। একটা ফসকালে আর একটা লাগবে।

প্রমথ ॥ হ্যাঁ, মালিকই ভরসা। [উঠে বাড়ীর মধ্যে উঁকি দিল। তারপর চারিদিক তাকিয়ে দেখে ট্র্যাঙ্ক থেকে টাকা বার ক'রলো। তার সমস্ত ভঙ্গিটা চোরের মত। রামলালকে

সে যখন টাকা দিচ্ছে, তখন মা হঠাৎ ঢুকেই সমস্ত ব্যাপারটা দেখে চলে গেল। প্রমথ কিম্বা রামলাল তাকে দেখেনি, টাকা দিয়ে প্রমথ আবার তাকালো, তারপর রামলালের কাছ থেকে টিকিট দু'খানা নিল]

রামলাল ॥ [ব্যাগ গুছিয়ে] আচ্ছা, চলি তাহলে।

প্রমথ ॥ আচ্ছা। টাকা পেলে আপনাকে আমি সন্তুষ্ট ক'রে দেব রামলালবাবু।

রামলাল ॥ আমার জন্য ভাববেন না। আপনার উপকার হ'লেই আমার আনন্দ।

[প্রস্থান]

[প্রমথ টিকিট দু'খানা হাতের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগলো] [মা'র প্রবেশ]

মা ॥ টিকিট কিন্‌লে বুঝি ?

প্রমথ ॥ [চম্‌কে উঠে হাতটা লুকোবার চেষ্টা ক'রেও লুকোতে পারলে না—বরং ঘাবড়ে গিয়ে] য়্যাঁ—ন্‌ন্‌না—কিসের টিকট ?

মা ॥ লটারীর টিকিট গো, লটারীর টিকিট। কই দেখি,—[হাত থেকে নিয়ে] এই তো। বাঃ, এ যে আবার দু'খানা দেখ্‌ছি। কতই আশা! নাও, ধুয়ে ধুয়ে জল খাও।

[টিকিট ফেরত দিল]

মা ॥ [গলায় বেদনা] কিন্তু কেন এসব কেনা ? শুধু বাজে খরচ! কতো বারই তো কিন্‌লে!

প্রমথ ॥ কিন্তু—এবার বোধহয় পাবো!

মা ॥ ছাই পাবে। পাথর চাপা বরাত।

প্রমথ ॥ বরাতও তো খোলে।

মা ॥ কিন্তু তোমার বরাত খুল্‌বে না। আচ্ছা, তুমি টাকা পেলে কোথায় ?

প্রমথ ॥ [ঘাব্‌ড়ে, ঠিকমত উত্তরের অভাবে] পেলুম—মানে —আমার ছিল। [একটু জোরে] কেন, আমার কি থাক্‌তে নেই ?

মা ॥ থাক্‌লে তো ভালোই। কিন্তু এই সেদিন রমুর ওষুধ কেনবার জন্যে তোমার কাছে টাকা চাইলুম। তখন তো তোমার কাছে টাকা ছিল না ?

প্রমথ ॥ তখন ছিল না। কিন্তু পরে—

মা ॥ পরেই বা কোথায় পাবে ? সমস্ত রাস্তাইতো তোমার কাছে বন্ধ।

প্রমথ ॥ বন্ধ ! তোমার কাছেই বন্ধ। আমাকে তুমি কি ভাবো বলো তো।

মা ॥ কিচ্ছু ভাবি না। কিন্তু আমি অন্য একটা কথা ভাব্‌ছি।

প্রমথ ॥ কী ?

মা ॥ বুঝ্‌তে পেরেছি টাকা তুমি কোথায় পেয়েছ।

প্রমথ ॥ কী বুঝ্‌তে পেরেছ ? কী বুঝ্‌তে পেরেছ তুমি ?

মা ॥ বিনয়ের পকেট থেকে সেদিন টাকা চুরি গিয়েছিল। তুমি—

প্রমথ ॥ [প্রকাণ্ড আর্ত্তনাদ ক'রে অসহ্য কান্নায় ভেঙে পড়ে বিছানায় বস্‌লো] ন্‌ন্‌না—ন্‌ন্‌না, কি বলছো তুমি ? কী পেয়েছ আমাকে ? আমি—আমি—না না—আমি—আমি—

মা ॥ বাপ হ'য়ে তুমি ছেলের টাকা চুরি ক'রেছ। অস্বীকার ক'রছ কেন ? তুমি ছাড়া আর কেউ নেয় নি। আর সেই টাকা দিয়ে তুমি টিকিট কিনেছ। এখনও বলবে নাও নি ?

প্রমথ ॥ [মাথা নেড়ে স্বীকৃতিতে] হ্যাঁ, নিয়েছি—নিয়েছি, না নিয়ে আমার উপায় ছিল না—উপায় ছিল না।

মা ॥ বিনয় জান্‌লে কি মনে ক'রবে বলো তো ?

প্রমথ ॥ [ভয়ে ভয়ে] না না, বিনয়কে তুমি ব'লো না।

মা ॥ আশ্চর্য্য ! এই চুরির জন্যেই তোমার চাকুরি গিয়েছিল। [প্রমথ বোকার মত হাঁ করে চেয়ে রইল]

মা ॥ কী যে চুরির নেশা ! সোনার চাকুরি করছিলে—

প্রমথ ॥ আমি চোর, না ?

মা ॥ সে কথা বলি না। কিন্তু তুমিই ভেবো দেখো তো, চুরি করেছিলে বলেই তো এই বয়সে তোমার চাকুরি গেল। আর তাতেই তো সংসারের এই হাল। মানুষের কি যে লোভ !

প্রমথ ॥ লোভ !

মা ॥ হ্যাঁ, লোভই তো।

প্রমথ ॥ গাড়ীজুড়ির লোভ? আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দের লোভ, না?

মা ॥ না, আমাদের গাড়ী-জুড়িতে চড়াবে বলে তুমি চুরি ক'রেছিলে।

প্রমথ ॥ আঃ, আস্তে আস্তে।

মা ॥ কেন আস্তে বলবো? কে না জানে?

প্রমথ ॥ বিনয় জানে?

মা ॥ জানে না আবার? বাপের কীর্ত্তি খুব জানে।

প্রমথ ॥ খুব ভাল, খুব ভাল, আমি চোর—গলায় একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরোলেই হয়।

মা ॥ চুপ করো। যেন আমাদের জন্যেই উনি চুরি ক'রেছেন।

প্রমথ ॥ [সাহসের সঙ্গে] হ্যাঁ, তোমাদের জন্যেই।

মা ॥ আমাদের জন্যে? আমরা তোমাকে চুরি ক'রতে বলেছি?

প্রমথ ॥ বলোনি। কিন্তু সংসারের এই জ্বালা—অভাব—এ আমি সহ্য ক'রতে পারি নি। চুরি ক'রেছি বই কি, আর যে উপায় ছিল না।

মা ॥ অদ্ভুত কথা! কই, আমাদের তো কখনও বলো নি?

প্রমথ ॥ বলবার কথা নয়। আর বললেই বা কি ক'রতে?

মা ॥ বারণ করতুম।

প্রমথ ॥ তোমার বারণ শুন্‌লে অনেক আগেই সকলকে না খেয়ে মরতে হ'তো। পারতে না খেয়ে তিলে তিলে মরে যেতে ?

মা ॥ জানি না। হয়ত পারতুম।

প্রমথ ॥ আজ পারছ? আজ তো আমার রোজগার নেই—মেয়ের বিয়ে দিতে পারি না—পরণের কাপড় দিতে পারি না—কই, চুপ ক'রে তো থাকৃতে পার না ? অভাবের জ্বালা সহ্য করা যায় না। কেউ পারে না। তাইতো আমি চোর। কিন্তু আমিই কি চেয়েছিলুম চুরি ক'রতে ?

মা ॥ বুঝি না বাপু তোমার অত কথা। কেউ কখনো চুরি ক'বতে পরামর্শ দেয় না। না হয় আধপেটা খেয়েই থাকৃতুম।

প্রমথ ॥ কেউ পারে না। আগেও পারতে না—এখনও পারছ না।

মা ॥ পাগলের মত কি যা-তা বকছো ?

প্রমথ ॥ হ্যা—হ্যা, আমি পাগল, পাগল।

মা ॥ তাছাড়া আবার কি! অভাবে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

প্রমথ ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি চোর, পাগল, আমার সঙ্গে আর বকছো কেন ?

মা ॥ তোমার সংগে বক্‌বার সময় আমার নেই। একা একা বসে যত ইচ্ছে বকর বকর করো। [প্রস্থান]

[প্রমথর চোখ সজল, বিস্ফারিত। সামনে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দুর্বোধ্য এক কান্নায় দু'হাতে মুখ চেপে ভেঙে পড়লো। বিনয়ের প্রবেশ। সে ক্লান্ত। গায়ে তার বাবার আলোয়ান]

প্রমথ ॥ [বিনয়কে দেখে সংগে সংগে কান্না থামিয়ে] আমার আলোয়ানটা নিয়ে গিয়েছিলি কেন? ওই তো একটি মাত্র আলোয়ান। তোরা যে কী—পয়সা রোজগার করিস্। দে—দে ওটা।

[বিনয় সাধারণতঃ বাবার সঙ্গে কম কথা বলে। তার কথার উত্তর সাধারণতঃ দেয় না। এই ব্যবহারের মধ্যে বাপের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা ও অবহেলার মনোভাব রয়েছে। ওটা একটা প্রকাশ্য সত্য—সবলেই জানে। বাবা আলোয়ান চাওয়াতে কোনো কথা না বলে, ছুড়ে দিল]

বিনয় ॥ নাও। আমার নেই বলেই নিয়ে গিছ্‌লুম।

প্রমথ ॥ তা বোলে আমারটা নিয়ে যেতে হবে?

[আলোয়ানটা নিয়ে গায়ে জড়ালো]

বিনয় ॥ গিছলুম লতির পাত্র দেখ্‌তে। অন্য কোথাও যাই নি।

প্রমথ ॥ বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে একটা চেয়ে নিয়ে যেতে পারিস্ না? জানিস্ তো, এই পুরনো আলোয়ানটাই আমার একমাত্র সম্বল। বাপকে এমন ক'রে কেউ কষ্ট দেয়?

বিনয় ॥ [খুব রেগে গেছে,—মনে হ'চ্ছে ফেটে প'ড়ে সে এখুনি একটা কিছু করবে বা বলবে—কিন্তু তেমন কিছু ক'বল না] অন্যায়

হয়েছে, তোমার আলোয়ানে আমি আর কখনো হাত দেব না।

প্রমথ॥ আহা, আমি কি তাই বললুম!

[বিনয় শুধু তাকালো, কিছু বললো না]

প্রমথ॥ [একটু পরে] হ্যারে, ছেলে কেমন দেখ্‌লি?

[বিনয় নিরুত্তর]

প্রমথ॥ আমি তো শুনেছি ভালোই। তুই কেমন দেখ্‌লি?

বিনয় উত্তর দিল না]

প্রমথ॥ [একটু বেশী সাহসে] আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে উত্তর দিতে বুঝি কষ্ট হয়?

বিনয়॥ [যেন ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিতে চায়] ছেলে ভাল নয়।

[বাড়ীর মধ্যে যাচ্ছে]

প্রমথ॥ ভাল নয় মানে? আমি তো শুনেছি ভালোই।

বিনয়॥ আমি গিয়ে দেখে এলুম, ভাল নয়।

প্রমথ॥ একটু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্ত্তি-টুর্ত্তি করে। ওরকম তো আজকাল প্রায় সকলেই।

বিনয়॥ ছেলে মদ খায়।

প্রমথ॥ ওটা বিয়ে হ'লে সেরে যাবে।

বিনয়॥ তবে বিয়ের ব্যাপারে আমি নেই। তুমিই লতির বিয়ের ব্যবস্থা ক'রো।

প্রমথ॥ আমার ক্ষমতা কোথায়?

বিনয়॥ ক্ষমতা নেই বলে লতিকে জলে ফেলে দেবে?

প্রমথ ॥ কপালে যদি থাকে তো এতেই সুখে থাক্‌বে।

[বিনয় গুম হ'য়ে গেল। কোন কথা আর বলবে না। একটু পরে]

তাহলে কি ঠিক্ করলি ?

[বিনয় নিরুত্তর—মা'র প্রবেশ।]

মা ॥ এই যে, বিনয় কখন এলি ? [প্রমথকে] তুমি বসে রয়েছ কেন ? ওদিকে যে তোমার ভাত বেড়ে বসে আছে।

প্রমথ ॥ যাচ্ছি একটু পরে।

মা ॥ একটু পরে আবার কেন ? সাতজন লোক আছে, তোমার ভাত বেড়ে বসে থাক্‌বে ? যাও যাও, উঠে পড়ো। এখানে বসে থাকবারই বা কী দরকার ?

প্রমথ ॥ [হতাশায় ও বেদনায়] হুঁ। [প্রস্থান]

মা ॥ ছেলে কেমন দেখ্‌লিরে ?

বিনয় ॥ ভাল নয় মা। বড় লোকের ছেলে, নানারকম বদ্ অভ্যাস আছে।

মা ॥ সে ভয় আগেই আমার ছিল। না হ'লে বিনা পয়সায় বিয়ে ক'রতে চায় ! কী যে হবে !

বিনয় ॥ একটা কিছু হবেই। আরও একটি পাত্রের খবর আজ পেয়েছি। দেখি আস্‌ছে রবিবার একবার সন্ধান নেবো।

মা ॥ ভগবানকে তো কতই ডাকছি।

বিনয় ॥ [ম্লান বেদনায়] ভগবান !

মা ॥ ভেবেছিলুম এবার বুঝি লতির বিয়ের ফুল ফুট্‌লো। কিন্তু— [বিনয় উদাসভাবে তাকিয়ে রইল]

মা ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] ভেবে আর কি হ'বে? তুই চান ক'রে নে বিনয়। আমি ভাত বাড়ছি। নে ওঠ্।

বিনয় ॥ হুঁ, যাচ্ছি।

মা ॥ দেরী করিস্‌নি যেন। [প্রস্থান]

[বিনয় তখনও উঠলো না, বসে রইল—মঞ্জুর প্রবেশ]

মঞ্জু ॥ মা যে তোমায় চান ক'রে নিতে বল্‌লেন।

বিনয় ॥ হুঁ, যাচ্ছি।

মঞ্জু ॥ শুনলুম এ সম্বন্ধটাও নাকি হ'ল না?

বিনয় ॥ মা বলেছে বুঝি?

মঞ্জু ॥ হ্যাঁ। কিন্তু এমন সুযোগ ছাড়া কি ঠিক হ'ল? একটা পয়সাও নেবে না বলেছিল।

বিনয় ॥ বলেছিল তো অনেক কিছু। কিন্তু লতি আমার বোন। তাকে তো আর আস্তাকুঁড়ে ফেল্‌তে পারি না।

মঞ্জু ॥ আস্তাকুঁড়ে ফেল্‌তে বল্‌ছি না। কিন্তু ভাল সম্বন্ধ করতে গেলে টাকার দরকার। সে কথা ভেবেছ?

বিনয় ॥ ভেবেছি।

মঞ্জু ॥ ভেবেই বা কি করবে? টাকা তো আর আকাশ থেকে পড়্‌বে না। [বিনয় নিরুত্তর হ'য়ে বসে রইল]

মঞ্জু ॥ সেদিন ঠাকুরপোর অসুখের জন্যে চুড়ি ক'গাছা নিলে। বল্‌লে, আবার গড়িয়ে দেবে। কিন্তু যা গেল, তা আর ফিরে এলো না। [বিনয় নিরুত্তর]

মঞ্জু ।। এবার বাকী যা গয়নাগুলো আছে, তাই দিয়ে বোনের বিয়ে দাও।

বিনয় ।। [সহানুভূতির সুরে] গয়নার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?

মঞ্জু ।। [বুঝতে না পেরে] হোচ্ছেই তো। কার না হয় ?

বিনয় ।। ভয় নেই। তোমার গয়নায় আমি আর হাত দেবো না।

মঞ্জু ।। তবে টাকা পাবে কোথায় ?

বিনয় ।। তা শুনে লাভ কী ?

মঞ্জু ।। লাভ না থাক—জানা দরকার।

বিনয় ।। টাকা আমি অফিস থেকে ধার ক'রবো।

মঞ্জু ।। অফিস থেকে ধার কো'রবে ? সে তো মাসে মাসে মাইনে থেকে কেটে নেবে।

বিনয় ।। ধার নিলেই কাটবে।

মঞ্জু ।। কিন্তু তাতেতো সংসারের টানাটানি আরও বেড়ে যাবে।

বিনয় ।। উপায় নেই। বিয়ে তো দিতে হবে।

মঞ্জু ।। কিন্তু এই কি একটা উপায়—সমস্ত সংসারকে দ'ন্ধে মেরে ?

বিনয় ।। এছাড়া আর কি ক'রতে পারি বল ?

মঞ্জু ।। কেন, শ্বশুরমশায়ের বন্ধু শিবদাসবাবু যে টাকার

কথা বল্‌ছিলেন, সেটার জন্যে তো একটু চেষ্টা ক'রতে পার ?

বিনয় ॥ শিবদাসবাবু ! তিনি এখানে আসেন নাকি ?

মঞ্জু ॥ প্রায়ই তো আসেন।

বিনয় ॥ তাঁর খুব বড় বড় লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে, না ?

মঞ্জু ॥ তাই তো শুনেছি।

বিনয় ॥ শোন মঞ্জু। [মঞ্জু সরে আসে] শিবদাসবাবু কোথা থেকে কীভাবে টাকাটা পাইয়ে দেবেন বলেছেন ?

মঞ্জু ॥ ওই যে, গভর্ণমেন্ট রিফিউজিদের জন্যে টাকা ধার দিচ্ছে না—তা আমরা যদি রিফিউজি বলে দরখাস্ত করি, শিবদাসবাবু টাকাটা আমাদের পাইয়ে দেবেন।

বিনয় ॥ এটা খুব সৎ উপায়, না ?

মঞ্জু ॥ অতো ভাবলে চলে না। আমাদেরও তো বাঁচা দরকার।

বিনয় ॥ কিন্তু এইভাবে বাঁচতে হবে ? তোমরা কী সব শুরু ক'রেছ বলো তো ? একে তো গভর্ণমেন্ট রিফিউজিদের জন্যে যা ক'রছে তা কিছু নয়। তার উপর আমরা রিফিউজি বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে তাদের টাকাটায় ভাগ বসাই— কেমন ? বাঁচবার পক্ষে খুব ভাল রাস্তা !

মঞ্জু ॥ কিন্তু টাকাটা তো শুনেছি শোধ ক'রে দিতে

হবে। তবে গায়ে লাগবে না, এই যা। ঠাকুরপোরও চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা হবে।

বিনয়॥ দরকার নেই। জাল-জোচ্চুরি ক'রে আমারই মতো কতকগুলো লোকের টাকায় হাত দেওয়া আমার দ্বারা হবে না। বাবার কাণ্ডজ্ঞান নেই তাই শিবদাসবাবুর কথায় নাচ্ছে। একে ভীমরতি ছাড়া আর কি বলে?

মঞ্জু॥ এত বড় সুযোগটাকে তুমি ছেড়ে দেবে?

বিনয়॥ একেবারে সুবর্ণ-সুযোগ! যাও যাও, আমাকে আর বকিও না।

মঞ্জু॥ হুঁ, ভাল কথা বললেই বকানো হয়। মা চান করতে বলেছে—চান ক'রে নাও। [প্রস্থান]

[দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বিনয় শুনে উঠে দরজার দিকে গেল

বিনয়॥ আরে তুমি? এসো এসো, ভেতরে এসো।

[অমিয়র প্রবেশ]

অমিয়॥ তারপর? ফিরলে কখন?

বিনয়॥ এই তো কিছুক্ষণ।

অমিয়॥ পাত্র কেমন দেখলে?

বিনয়॥ [ম্লান হেসে] সে আর ব'লো না। ও ছেলের সংগে আমি লতির বিয়ে দেব না।

অমিয়॥ তার মানে ছেলে খারাপ?

বিনয়॥ ভালো হ'লে ভাবনার কী ছিলো? যাক্— সে অনেক কথা। পরে বলব'খন। এখন বলো তো

তোমাদের ষ্ট্রাইকের কী খবর ? অফিসের সকলের মুখে তো ওই কথা শুনি। শেষ পর্য্যন্ত সামলাতে পারবে তো ?

অমিয় ।। সামলাতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু সামলাতে হবেই। কিন্তু তুমি এসব কথা ব'লছো কেন বলো তো ? তোমার তো জানি ষ্ট্রাইক করবার ইচ্ছেই আছে।

বিনয় ।। হয়ত আছে। তোমরা সকলে ষ্ট্রাইক ক'রলে হয়ত আমাকেও ষ্ট্রাইক করতে হবে। তবুও কি জানো, ভয় হয়। যা দিন কাল। যদি গোলমালে চাক্‌রিটা যায়। আবার এদিকে দেখো, এ মাইনেতেও চলে না। না অমিয়, আমার পক্ষে কিছু ঠিক করে বলা মুস্কিল।

অমিয় ।। কবে আর ঠিক করে বলবে ?

বিনয় ।। জানি না।

অমিয় ।। তোমার এই ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগে না। মনে হয় এতেই যেন তুমি সন্তুষ্ট আছো।

বিনয় ।। সন্তুষ্ট আছি ! [চোখে জ্বালা] তা ব'লবে বটে। জীবনে কিছুই পাইনি কি না ! জানো, যখন স্কুলে পড়তুম—ছোট্ট ছিলুম, তখন অনেক স্বপ্ন দেখতুম। অনেক লেখাপড়া শিখবো, অনেক বড় হবো। তারপর ম্যাট্রিক পাশ করে শুন্‌লুম—আমার আর পড়া হ'বে না, বাবার পয়সা নেই। স্বপ্ন ভাঙতে শুরু করলো। সে যন্ত্রনা কী করে বোঝাব ? তুমি বুঝবে না। তুমি দেখছো আজকের এই আমাকে। দেখছো, দিনের পর দিন মাথা নিচু ক'রে বোঝা বয়ে চোলেছি।

কিন্তু আগুন যে ধুক্‌ধুক্‌ করে জ্বল্‌ছে তা জানো না। কী করবো? বিয়ে কোরেছি—মা-বাপ মাথার ওপর, বোনের বিয়ে দিতে হবে, আর ভাই ভুগছে যক্ষ্মায়। এ কথা ভাবলে রক্ত আমার হিম্‌ হয়ে যায়। না হোলে আমার মধ্যেও আগুন দেখ্‌তে পেতে।

অমিয়॥ [কাঁধে হাত দিয়ে] তা আমি জানি বিনয়। আর সেই জন্যেই তো তোমার উপর বেশী আশা রাখি। জানি তুমি আমাদেব সংগে ষ্ট্রাইক করবেই।

[বিনয় বিষন্ন হাসলো।]

অমিয়॥ [উঠে] আচ্ছা, আজ আমি চলি। বেলা হয়ে গেছে। কয়েকটা কাজ সারতে হবে আবাব।

বিনয়॥ সেকি! এই তো এলে। বসো না। একটু চা খেয়ে যাও।

অমিয়॥ না ভাই দেরী হ'য়ে যাবে। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, একবার দেখা কোবে গেলুম। বরং সন্ধ্যের দিকে আর একবার আসব।

[প্রস্থান —লতিকার প্রবেশ]

লতিকা॥ দাদা, আমার স্নো এনেছ?

বিনয়॥ [চিন্তার মধ্যে থেকে মনে ক'রে] ও হো, এই যে পকেটেই রয়েছে। [বার করলো] নে।

[লতিকা অতি উৎসাহে বে-সামাল হ'য়ে পড়ে। এলো-মেলো হাতে স্নোটা নিয়ে দ্রুত বাক্‌সো থেকে খুলতে যাবে—এমন সময়

শিশিটা হাত থেকে মেঝের ওপর পড়ে গেল। লতিকা কেমন হতভম্ব হ'যে গেল]

বিনয় ॥ [শব্দে মুখ ফেরালো, কিন্তু সে চিন্তিত বলে তখনি ব্যাপারটা তার গ্রাহ্য হয় নি।] ভাঙলি—ভাঙলি ওটা ?

লতিকা ॥ পড়ে গেল যে।

বিনয় ॥ তুই না ফেল্‌লে পড়বে কেন ?

লতিকা ॥ আমি ইচ্ছে করে ফেল্‌লুম নাকি ? এমনি পড়ে গেল তো।

বিনয় ॥ [লাপ করে জ্বলে উঠে] এমনি পড়ে গেল ! মুখের উপর তর্ক করা হ'চ্ছে ! এমন না হ'লে সংসারের এই অবস্থা হয়। তু'টাকা দিয়ে বিলিতি স্নো-টা কিনে আনলুম, আর উনি ভেঙে ফেল্‌লেন।

[লতিকা কাঁদছে]

বিনয় ॥ [দেখে] ওঃ আবার কান্না হ'চ্ছে ! দগ্ধে দগ্ধে মারলো আমাকে ! যা যা, দূর হয়ে যা। অলক্ষ্মী কোথাকার। বেরিয়ে যা চোখের সামনে থেকে !

[মঞ্জুর প্রবেশ]

মঞ্জু ॥ কী হ'ল ? অতো চেঁচাচ্ছ কেন ?

[লতিকার কাছে গেল, তাকে ধরল। বিনয় কিছু না ব'লে ঘরের কোনে গিয়ে জামা খুলে গামছা নিল।]

লতিকা ॥ বৌদি ! [বৌদিকে জড়িয়ে ধরল]

মঞ্জু ॥ [লতিকে] কী হয়েছে ? [বিনয়কে] ব'কেছ বুঝি।

বিনয় ॥ জানি না। প্রস্থান]

মঞ্জু ॥ কি হ'য়েছে লতি ? ও ব'কেছে বুঝি ?

লতিকা ॥ হুঁ।

মঞ্জু ॥ তুমি কী করেছিলে ?

লতিকা ॥ কি আবার করবো। ওই দেখ না, দাদা নতুন স্নো-টা কিনে এনে দিল, খুলতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল। আমি কী ইচ্ছে করে ফেলেছি ? দাদা যা-তা বললে !

মঞ্জু ॥ কী বললে ?

লতিকা ॥ বললে, "আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যা—অলক্ষ্মী"— ক'তো কী। কেন আমি কি শেয়াল কুকুর ?

[কাঁদলো]

মঞ্জু ॥ চুপ করো, কেঁদো না। ও কী আর মন থেকে ও কথা বলেছে ? অভাবের জ্বালায় ওর মাথার ঠিক নেই।

লতিকা ॥ তা বলে যা-তা কথা বলবে নাকি ? আমি কি ইচ্ছে করে ভেঙেছি ? [কাঁদছে]

মঞ্জু ॥ আহা, আবার কাঁদে ! ইচ্ছে ক'রে কেন ভাঙতে যাবে ? তুমি তো জান না, ও তোমাকে কত ভালবাসে !

লতিকা ॥ ছাই। তাই তো আমাকে বললে দূর হ'য়ে যা।

মঞ্জু ॥ ও সব রাগের কথা। একটু পরে সব ভাল হয়ে যাবে।

নেপথ্যে মা ॥ বৌমা—বিনয়ের ভাতটা বাড়ো।

মঞ্জু ॥ [চেঁচিয়ে] যাই মা। [লতিকে] তুমি ব'সো। আমি এক্ষুনি আস্‌ছি। কেঁদো না। অমন ক'রে কাঁদ্‌তে নেই।

[প্রস্থান]

[লতিকা বিছানায় উপুড় হ'য়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। বিনয় ঢুকলো—হাতে গামছা, চুল ভিজে—সে চান ক'রে এসেছে। ঢুকে লতিকাকে দেখে দাঁড়ালো—তারপর গামছাটা রেখে লতিকার পাশে বসে মাথায় হাত দিল। লতিকা ঘুরে দাদাকে দেখে আরও জোরে কাঁদ্‌তে লাগলো—কিছুতেই থামে না।]

বিনয় ॥ চুপ কর্ লতি—চুপ কর্।

লতিকা ॥ আমি কি ইচ্ছে ক'রে শিশিটা ভেঙেছি? তুমি কেন অমন ক'রে বক্‌লে?

বিনয় ॥ চুপ কর্। মাথার কি তখন ঠিক ছিলরে? চুপ কর্। তোর কোন দোষ নেই।

লতিকা ॥ শিশিটা তো হঠাৎ আমার হাত থেকে প'ড়ে গেল।

বিনয় ॥ ও ভালোই হোয়েছে। তোকে আমি আর একটা কিনে দোব। কাঁদিস নি।

[লতিকার মাথাটা বুকের মধ্যে নিল]

লতিকা ॥ [সজল বিষণ্ণ বড়ো বড়ো চোখে পরিপূর্ণ তাকালো] দাদা!

বিনয় ॥ [সাদরে পিঠ চাপড়ে] চুপ কর লতি—চুপ কর।

[পরদা পড়লো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্যের ঘর। টেবিলের উপর মুখোমুখি বসে আছে শিবদাস আর প্রমথ। দু'জনের মাঝখানে কাগজপত্র। প্রমথর হাতে কলম, কি যেন সই ক'রবে। এদিকে বিছানার উপর লতিকা একখানা খাতায় ইংরেজী বই-এর থেকে হাতের লেখা লিখছে। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে ওদের দিকে তাকাচ্ছে। শিবদাস ৩৫।৩৬ বছরের গোলগাল চেহারার মানুষ। প্রথমে দেখলেই মনে হয় সাদাসিধে, কিন্তু ভাল ক'রে দেখলে বোঝা যায় তার মধ্যে একটা ধূর্ততা রয়েছে।]

শিবদাস ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সই করুন, ওই খানটায় সই করুন।

প্রমথ ॥ [বিড়বিড়িয়ে, বোকা ধরণে] এই খানটায়? এই লাইনটার ওপরে?

শিবদাস। হ্যাঁ, ওইখানেই। পুরো নামটা সই করুন। বেশ ভাল করে! [প্রমথ সই ক'রল।

শিবদাস ॥ [সই করা কাগজটা টেনে নিয়ে, আর একটা কাগজ দিয়ে] এবার এটায় সই করুন। [প্রমথ সই ক'রল]

শিবদাস ॥ [কাগজপত্রগুলো আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিয়ে] এখন আর কী? কেল্লা তো মেরে দিলেন। এবার শুধু টাকাটা পেতেই যা বাকী!

প্রমথ ॥ [ভিক্ষার্থীর মত অতি বিনয়ে] হ্যাঁ, অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লুম। একটা কাজের মতো কাজ হ'ল। এবার টাকাটার জন্যে একটু—

শিবদাস ॥ কিছু ভাব্‌বেন না। হাজার হোক্‌ দায়িত্ব নিয়েছি তো।

প্রমথ ॥ জানি জানি, তা কী আর জানি না? আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। হাতের রেখাটা নিশ্চয় পাল্‌টিয়েছে। রামলালঠাকুর বলেছিল বটে।

শিবদাস ॥ কে রামলালঠাকুর?

প্রমথ ॥ ওঃ, সে এক ভাল গণৎকার! [কী মনে পড়তে] আচ্ছা, একটা কিন্তু খট্‌কা লাগছে।

শিবদাস ॥ খট্‌কা আবার কী?

প্রমথ ॥ মানে, আসলে আমি তো পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আসিনি, রিফিউজিও নই। এতে কোন গোলমাল হবেনা তো?

শিবদাস ॥ [কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে] পাগল! তাহ'লে আমি আছি কী জন্যে? কত লোককে পাইয়ে দিলুম—আর—আসলে তো আপনারাও রিফিউজী। ভাল ক'রে খাওয়া-পরা জোটে না। টাকাটা পেলে একটা হিল্লে হ'য়ে যাবে। এতে অন্যায়টাকী আছে? আর গোলমালই বা হবে কেন? তাছাড়া জানেন তো, উঁচু মহলে আমার যথেষ্ট মেলামেশা আছে?

প্রমথ ॥ তা তো জানিই। তবে কিনা, [চোরের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে] বিনয় এটা আবার পছন্দ করে না কিনা।

শিবদাস ॥ রাখুন রাখুন, যে মরছে তার মুখে ধর্ম্মকথা মানায় না।

প্রমথ ॥ [বোকা বোকা হেসে] যা বলেছেন! বিনয়টা যেন কী বকম! [মুখটা শিবদাসেব কানেব কাছে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'বে] কিন্তু আপনি যেন বিনয়কে এসব কিছু বলবেন না। [হঠাৎ লতিকাব সংগে চোখা-চোখি হ'তেই] কী কর্‌ছিস্‌বে লতি ?

লতিকা ॥ লিখ্‌ছি।

প্রমথ ॥ এক কাপ চা নিয়ে আয় না তোব শিবু-কাকাব জন্যে।

শিবদাস ॥ না না, আবাব চা কেন ?

প্রমথ ॥ একটু চা খেলে আব কী হ'য়েছে ? এটা কিন্তু খেতেই হবে। [লতিকে] যাবে যা, এক কাপ চা নিয়ে আয় দেখি। [উঠে এদিক ওদিক চাহনা—মনে হ'চ্ছে খুব চঞ্চল]

শিবদাস ॥ [বুঝতে পেরে] বসুন না। কী হয়েছে ?

প্রমথ ॥ না—কিছু না। মানে, আপনি ততক্ষণ একটু বসুন না। চা-টা খাবেন তো ? আমি একবাব একটু চট্‌ ক'রে ঘুরে আসি।

শিবদাস ॥ কোথায় যাবেন ?

প্রমথ ॥ মানে, যাবো না কোথাও। এই, রামলাল-ঠাকুরের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসবো।

শিবদাস ॥ কেন, হাতটা না দেখিয়ে বুঝি স্থির হ'তে পারছেন না ? [প্রমথ বেকুবেব মত হাসলো]

শিবদাস ॥ আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বরং ঘুরে আসুন।

[প্রমথব প্রস্থান]

[লতিকা ওষ্ঠবাধ ভঙ্গী করল। শিবদাস টেবিল থেকে উঠে তার কাছে গেল]

শিবদাস ॥ কী? লিখছিলে? কী লিখছিলে?

লতিকা ॥ ইংরিজী হাতের লেখা।

শিবদাস ॥ [লতিকার আরো কাছে গেল] বাঃ, বেশ লেখা তো! [লতিকা নিরুত্তর] তুমি বুঝি শুধু লেখো?

লতিকা ॥ না, পড়িও।

শিবদাস ॥ কোন্ ইস্কুলে পড়ো?

লতিকা ॥ [বিষন্ন হাসলো] ইস্কুল অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।

শিবদাস ॥ [আস্তে আস্তে লতিকার খুব কাছে সরে যায়] ও। তা, তোমার তো খুব পড়ায় মন দেখছি।

লতিকা ॥ না হ'লে দাদা বড্ড বকে। বলে, ধিংগির মত না ঘুরে ঘুরে একটু হাতের লেখা ক'রলে তো পারিস্?

শিবদাস ॥ দাদাকে বুঝি খুব ভয় ক'রো?

লতিকা ॥ দাদা খুব ভাল!

শিবদাস ॥ বটে বটে? [লতিকার গা ঘেঁসে] তা কি লিখ্লে ওটা দেখি?

লতিকা ॥ [ভয়ে ভয়ে] ভাল হয়নি।

শিবদাস ॥ দেখিই না। খুব ভাল হয়েছে। [লতিকার হাত ধরলো]

[লতিকা শিবদাসের এই ব্যাপারে ঘাবড়ে গিয়ে অন্যদিকে সরে গেল]

শিবদাস ॥ বাঃ, দিলে না যে ?

লতিকা ॥ না, আমি যাই। [সরে গিয়ে] চা নিয়ে আসি।

শিবদাস ॥ [এগিয়ে গিয়ে] আরে আমি চা খা'ব না। কোথাও যেতে হবেনা।

লতিকা ॥ [ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে] ওই মা আসছে !

[শিবদাস এগুতেই লতিকা দ্রুত থালা নিয়ে চলে গেল]

শিবদাস ॥ আরে এই, শোনো শোনো। ভারী দুষ্টু মেয়ে তো !

[মা'র প্রবেশ]

এই যে বৌদি। টাকার ব্যবস্থাটা প্রায় পাকাপাকি হ'য়ে গেল। [মা কিছু না বলে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল]

সপ্তাখানেকের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাব মনে হোচ্ছে।

[মা শুধু ক্লান্ত হাসলো।]

মা ॥ আচ্ছা, কোন ভাল ডাক্তারের সংগে চেনা-শোনা আছে ?

শিবদাস ॥ কার জন্যে ?

মা ॥ রমেনটা যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। মাঝে একটু উন্নতি হোয়েছিল। কিন্তু আবার সেই খারাপের দিকে। আমার তো আর ভরসা হচ্ছে না।

শিবদাস ॥ [ভেবে] হু। ভালো ডাক্তার। মানে, খুব বড় ডাক্তার তো ? আচ্ছা, আমি দেখ্‌ছি চেষ্টা ক'রে। হয়ত হ'য়ে যাবে।

মা ॥ তাহ'লে খুব ভাল হয়। একজন বড় ডাক্তার দেখাতে পারলে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হই।

শিবদাস ॥ কিছু ভাববেন না আপনি। একটা ব্যবস্থা আমি ঠিক ক'রে দেবো। আচ্ছা, চলি এখন। [প্রস্থান]

[মা গভীবভাবে ভাবতে ভাবতে বিছনায বস্‌ল। মঞ্জু ঢুকে কিছু না বলে মাব পাশে দাঁড়িয়ে রইল]

মা ॥ [মঞ্জু এসেছে বঝতে পেবে] কী বৌমা ?

মঞ্জু ॥ ওতো ফিরবে এখুনি অফিস থেকে। অথচ কী যে দি !

মা ॥ আজ বুঝি রুটি হয় নি ?

মঞ্জু ॥ আটা ফুরিয়েছে। সত্যি মা, এমনি ক'রে একটা মানুষের ওপর সমস্ত চাপ দিলে কি হয় ?

মা ॥ [ফিরে] সে তো আমাবও ছেলে বৌমা। ও ভাবনা আমারও। তোমায় ভাবতে হবে না। আমি ব্যবস্থা কবছি। [প্রস্থান]

[মঞ্জু আস্তে আস্তে বিছানায এসে বস্‌লো—লতিকার প্রবেশ]

লতিকা ॥ [মঞ্জুর কাছে এসে] জানো বৌদি, বাবার সঙ্গে একটা লোক এসেছিল আজ ?

মঞ্জু ॥ কে ?

লতিকা ॥ ওই যে টাকা পাইয়ে দেবে ?

মঞ্জু ॥ শিবদাসবাবু ?

লতিকা ॥ হ্যাঁ। লোকটা আবার মা'র সঙ্গেও গল্প করছিল।

মঞ্জু ॥ কেন, কী হ'য়েছে ? টাকা দিয়েছে নাকি আজ ?

লতিকা ॥ ছাই ! খালি বাবাকে দিয়ে কি সব সই করিয়ে নিল। ভাবী অসভ্য লোকটা ! বাবাও যেমন !

মঞ্জু ॥ সত্যি ! লোকটা খুবই অসভ্য। টাকাটা ওর আজই দেওয়া উচিত ছিল। না হ'লে লতিকার বিয়েটা যে আট্‌কে যাচ্ছে।

লতিকা ॥ [রেগে] ধ্যেৎ ! আমি যেন ওই জন্যে বল্‌লুম। তোমরা যেন কী ? আমার বিয়ের জন্যে বাড়ীসুদ্ধ সকলের চোখে ঘুম নেই ! হঠাৎ চুপ ক'রলো। তারপর গভীর গলায়। আমি যদি ছেলে হতুম !

মঞ্জু ॥ কী ক'রতে তা হ'লে ?

লতিকা ॥ [গভীর গলায়] তাহলে পয়সা রোজগার করতুম্। এতো কষ্ট আর সহ্য হয় না ! কারুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে, কেউ ধুক্‌ছে ! এর ওপর আবার আমার বিয়ের চিন্তা ! আমি পারছি না সহ্য ক'রতে !

মঞ্জু ॥ তবুও তো চলে যাচ্ছে ভাই। [বিষণ্ণ]

লতিকা ॥ আচ্ছা বৌদি, এর কি শেষ নেই ?

মঞ্জু ॥ কে জানে ? এমনি ক'রে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে হয়ত মরনেই একদিন শেষ হবে।

লতিকা ॥ [ভয়ে] না না, ও কথা ব'লো না বৌদি। ম'রবো কেন ? আমরা তবে জন্মেছি কেন ? এই জন্যেই কী ?

মঞ্জু ॥ [মুখটা বিকৃত করে] না, স্বর্গ-সুখে থাকবে বলে !

মরবে না তো কী! ভারী বাড়-বাড়ন্ত সংসার! এ ছাড়া আর কি আছে ভাগ্যে? এই ঘর—এই দোর—এখানে দম বন্ধ হ'য়ে আসে, মানুষ মরে যায়! যেন এই আমি চেয়েছিলুম!

লতিকা ॥ বৌদি, কি ব'লছো তুমি?

মঞ্জু ॥ থামো, ন্যাকামী ক'রতে হ'বে না! যা বোঝ না তাতে কথা ব'লো না। তোমার বিয়ে হ'লে বুঝবে।

লতিকা ॥ কিন্তু দাদা—

মঞ্জু ॥ [বিকৃতির মধ্যেও প্রশান্ত হাসলো] তোমার দাদা! তোমার দাদা! [বলতে বলতে হঠাৎ উচ্চ হাসতে লাগলো] তোমার দাদা, না লতি? [হাস্ছে] ও যেন একটা জ্বলন্ত প্রদীপ। [হাস্ছে] নেভে না। [হাস্তে হাস্তে] আমি খুব সুখে আছি লতি, আমি খুব সুখে আছি।

লতিকা ॥ [ভয় পেয়ে] বৌদি, কী হ'ল তোমার?

মঞ্জু ॥ [নিভন্ত গলায়] কিছু হয় নি। কিছু হয় নি। কিছু হয় নি আমার। [প্রস্থান]

লতিকা ॥ পাগল না কী?

[প্রমথ ঢুক্‌লো। সে লতিকাকে দেখেনি। অন্যমনস্কের মত বিড়্ বিড়্ ক'রে ব'ক্‌তে ব'ক্‌তে আস্‌ছে]

প্রমথ ॥ তাহ'লে পাঁচহাজার এদিকে, আর ওদিক থেকে যদি দশহাজার মারতে পারি—ব্যস্! চাকাটা তাহ'লে উল্টো দিকে ঘুরবে। তাই ক'রো ভগবান—তাই ক'রো—

[সোজা চলে যাচ্ছে]

লতিকা ॥ বাবা !

প্রমথ ॥ য়্যাঁ, তুই কি কর্‌ছিস্‌ ?

লতিকা ॥ তুমি কি বক্‌ছো বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে ?

প্রমথ ॥ কি আবার বক্‌বো ? কিচ্ছু না তো। [কাছে গিয়ে] হ্যাঁরে, তোর মা কোথায় ?

লতিকা ॥ মা বোধ হয় রান্না ঘরে।

প্রমথ ॥ [ইতস্ততঃ ক'রে] বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে রে লতি। কিছু নেই ?

লতিকা ॥ দাদাকে বলে কি খেতে দেবে তাই মা ভাবছে—

প্রমথ ॥ বিনয় আসেনি ?

লতিকা ॥ না।

প্রমথ ॥ এত দেরী তো হয় না। তাহ'লে যা ভেবেছি তাই !

লতিকা ॥ কী ?

প্রমথ ॥ কিছু না। কিছু না। তোর মা রান্নাঘরে বল্‌লি না ?

লতিকা ॥ হ্যাঁ,—কিন্তু কিছু নেই যে বাবা।

প্রমথ ॥ কিছু নেই ! [উদাস] দেখি—

[প্রস্থান]

[লতিকা টেবিলে গিয়ে বসলো। আয়নায় মুখ দেখছে—এমন সময় রমেন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো]

রমেন ॥ [নেপথ্যে] মা, কোথায় গেলে তোমরা? লতি—ওঃ, আর পারছি না যে!

[লতিকা শুনে উঠে পড়লো, দরজার কাছে গেল]

[রমেন টল্‌তে টল্‌তে ঢুক্‌লো।]

লতিকা ॥ [ভয় পেয়ে] একি ছোড়দা? তুমি উঠে এলে কেন?

রমেন ॥ [দেয়ালটা ধ'রে] আব পাবছি না! নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

লতিকা ॥ [রমেনকে ধ'রে] ব'সো ব'সো, এইখানে ব'সো। শেষকালে কি একটা কাণ্ড করবে? মা দেখ্‌তে পেলে আব আস্ত রাখবে না। [বিছানায় বসিয়ে দিল]

রমেন ॥ [হাঁপাচ্ছে] আর যে পারি নারে লতি—এম্‌নি ক'রে শুয়ে শুয়ে আব পারিনা! [আধশোয়া হ'ল]।

লতিকা ॥ [মাথায় হাত বুলিয়ে] তা কী কর'বে বলো? অসুখটা তো সারাতে হ'বে।

রমেন ॥ থাম বাপু। [কাশি] কতদিন, আর কতদিন ভগবান!

লতিকা ॥ [হুশিয়ারীর সঙ্গে] তুমি ছোড়দা কিন্তু এখুনি ওঘরে চলে যাও। মা এসে পড়লে খুব বক্‌বে।

রমেন ॥ [ক্লান্ত হেসে] নারে, মা আমাকে বকবে না। কতদিন পরে যে বিছানা থেকে উঠ্‌লুম।

লতিকা ॥ আবার তো কাল জ্বরে পড়বে।

রমেন ॥ জ্বর তো আছেই। [কাশি] আজ কি বার রে লতি ?

লতিকা ॥ বুধবার !

রমেন ॥ এঘর থেকে তো আর আকাশ দেখা যায় না। চাঁদ ওঠে নি বুঝি ?

লতিকা ॥ আজ যে পূর্ণিমা।

রমেন ॥ [আনন্দে] পূর্ণিমা ! খুব বড় চাঁদ উঠেছে, না ? আকাশ একেবারে জ্যোৎস্নায় ভ'রে গেছে, না ? [কি মনে পড়তে,—কাশি] লতি, আমার সেই পুরনো কবিতাগুলো কোথায় আছে রে ?

লতিকা ॥ সে আমি বাক্সোয় তুলে রেখেছি।

রমেন ॥ একদিন সেগুলো আমাকে প'ড়ে শোনাবি ?

লতিকা ॥ কালকেই শোনাব।

রমেন ॥ আচ্ছা লতি, তোর কী মনে হয় আমি সেরে উঠবো ?

লতিকা ॥ নিশ্চয় তুমি সেরে উঠবে ছোড়দা। ডাক্তার বলেছে।

রমেন ॥ ডাক্তার তো কত কথাই বলে।

লতিকা ॥ তুমি খুব শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে ছোড়দা।

রমেন ॥ খুব শীগ্‌গিরি ? আবার আমি বেরোতে পারবো ? এইসব লোকজন—রাস্তাঘাট—তুই ঠিক বলছিস্ লতি—আমি আবার সব দেখতে পাবো ? [কাশি] নারে,

আমি আর সেরে উঠ্‌বো না। এ যে যক্ষ্মা! বুকের ফুসফুসটাকে কাঁমড়ে ছিঁড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। [কাশি] তবুও আমি বাঁচতে চাই! এই আকাশ, মাটি, আলো, বাতাস, এর মধ্যে আমি বাঁচতে চাই!

লতিকা ॥ [কাঁদো কাঁদো] হ্যাঁ, তুমি সেরে উঠ্‌বে বৈ কি ছোড়দা।

রমেন ॥ আজ কি বার বল্‌লি? বুধবার, না?

লতিকা ॥ হ্যাঁ।

রমেন ॥ [মনে করে] আমার জন্মদিন।

লতিকা ॥ হ্যাঁ।

রমেন ॥ আচ্ছা লতি, আজ আমার কত বয়স হ'ল বল্‌তে পারিস্?

লতিকা ॥ মা বলছিল, আজ তুমি একুশে পড়লে।

রমেন ॥ একুশ! [তীব্র হতাশায় হাসলো] একুশ বছর বয়স! মাত্র একুশ বছর বয়সেই আমার সব শেষে হ'য়ে যাবে। একেবারে নিভে যাব্বা! [কেঁদে ফেলে]

লতিকা ॥ [কান্নায়] তুমি অমন ক'রছো কেন ছোড়দা? চুপ করো। নাহ'লে আমি এক্ষুনি মাকে ডাক্‌বো।

রমেন ॥ মা'কে ডাক্‌লে আর কী হ'বে? [কাশি] লতি একটা কথা শুনবি আমার?

লতিকা ॥ কী?

রমেন ॥ তুই চুপি চুপি আমাকে একবার ছাদে নিয়ে

যাবি? আমি চাঁদটাকে একবার দেখবো—দেখবো, কত জ্যোৎস্না সে ছড়িয়েছে। নিয়ে যাবি লতি?

লতিকা॥ আমি পারবো না। মা জানলে আমাকে কেটে ফেল্‌বে।

রমেন॥ কিছু জান্‌তে পারবে না। আমি একটু দেখেই নেমে আসবো।

লতিকা॥ তা হয় না ছোড়দা। ঠাণ্ডা লাগলেই তোমার জ্বর হ'বে। আমি পারবো না।

রমেন॥ [মিনতিতে] নিয়ে চল্‌ লতি! কিছু হ'বে না আমার। কতদিন পূর্ণিমার চাঁদ দেখি নি।

লতিকা॥ সেরে উঠে দেখবে ছোড়দা। এখন থাক্‌ না।

রমেন॥ সেরে উঠে দেখবো? না, আজই দেখবো। আমার জন্যে তোর একটুও মায়া হয়না রে?

লতিকা॥ অমন কোর না ছোড়দা।

রমেন॥ আমি তোকে কথা দিচ্ছি লতি, গিয়েই চলে আসবো। একটুও দেরী ক'রবো না। [হাত ধরে] চল, নিয়ে চল।

লতিকা॥ [একদিকে ভয়ে, আর একদিকে মমতায়] শুন্‌বে না কিছুতে?

রমেন॥ চল্‌ লতি!

লতিকা॥ চল। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবে তো?

রমেন॥ আসবো।

লতিকা ।। [তুলে ধরে] বেশ, চলো। [দু'জনের প্রস্থান]

[বিনয়ের প্রবেশ। সে খুব আস্তে আস্তে ঢুকলো। তারপর বিছানায় বসলো। সে যেন কি ভাবছে। তারপর কাকে ডাকতে গিয়ে ডাকলো না। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠলো। যেন একটা কিছু ক'রবে কি ক'রবে না—এই ভাবছে। পায়চারী সুরু ক'রল, কিন্তু কিছুই ঠিক ক'রতে পারছে না। ক্রমশ একটু বেশী চঞ্চল হ'লো। কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারছে না। এমন সময় মা ঢুকলো

মা ।। তুই এসেছিস ? এত দেরী হল যে আজ ?

বিনয় ।। [কি ভাবনার মধ্যে থেকে] য়্যাঁ—ও, একটু কাজ ছিল।

মা ।। তা আয় বাপু, খাবি আয়।

বিনয় ।। যাচ্ছি। আচ্ছা মা, যদি আমার চাকরীটা যায় ?

মা ।। [চমকে] সে কি কথা রে !

বিনয় ।। [সামলে নিয়ে] নানা, কিছু না, এমনি বলছিলুম।

মা ।। এসব অলুক্ষনে কথা বলে নাকি কেউ ? তুই যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছিস। চল্, খাবি চল।

বিনয় ।। চল। [প্রস্থান]

[মা তখনি গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল]

[প্রমথর প্রবেশ]

প্রমথ ।। নাও এবার ছেলেকে সামলাও !

মা ।। কেন বলত ?

প্রমথ ॥ ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর না—এতক্ষণ কোথায় ছিল ? আপিস্ তো অনেক আগেই ছুটি হয়ে গেছে।

মা ॥ আমি কিছু বুঝতে পারছি না। খুলে বল কি হয়েছে ?

প্রমথ ॥ আমি তো কেউ নই—সেই যে বলেছিলুম না ওদের আপিসে একটা গোলমাল চলছে ?

মা ॥ [মনে করে] হ্যাঁ, তা বলেছিলে বটে ! তা—আজ কি হয়েছে।

প্রমথ ॥ হবে আবার কি ? তোমার ছেলে আর তার বন্ধু বান্ধব মিলে ষ্ট্রাইক করছেন—মানে ধর্ম্মঘট !

মা ॥ কেন ?

প্রমথ ॥ মাইনে বাড়াতে হবে।

মা ॥ মাইনে তো বাড়াই দরকার।

প্রমথ ॥ সে তো আলাদা কথা। কিন্তু ধর্ম্মঘট করলে চাকরী শুদ্ধু যাবে।

মা ॥ না—না, বিনয় এর মধ্যে থাক্‌তে পারে না।

প্রমথ ॥ আমি নিজে ওর বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি। ওর দেরী তো এই জন্যেই।

মা ॥ আমি তাকে বারণ করব।

প্রমথ ॥ দেখ বারণ করে। ছেলের জেদ চাপলে কি আর রক্ষে আছে !

মা ॥ ও রকম কথা বলছ কেন ? আজ বিনয়ের চাকরী গেলে কি হাল হবে জান না ?

প্রমথ ॥ জানি বলেই তো খবরটা দিলুম।

মা ॥ যাক্, তোমাকে এনিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। কিছু বলো না যেন।

প্রমথ ॥ আমি কেন বলতে যাব? তোমার ছেলে কী আর আমার কথা শোনে? আমি কে? সংসারের কিছু হ'লে আমার কি এসে যায়? বাইরের লোক কিনা!

মা ॥ দেখ বাপু, ভাল লাগে না। বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি হয়েছে? ছেলেকে সামলাবো না তোমাকে সামলাবো? তুমি যাওনা এখান থেকে। বিনয় আসবে এখুনি।

প্রমথ ॥ বেশ যাচ্ছি। [প্রস্থান]

[মা ভাবছে। বিনয়ের প্রবেশ। বিনয় চিন্তিতভাবে মার সঙ্গে কথা না বলে বিছানায় বসল। মা কিছুক্ষণ বিনয়কে লক্ষ্য ক'রে তার কাছে গেল। তারপর মাথায় হাত বাখলো]

মা ॥ কী হয়েছে রে?

বিনয় ॥ কিছু হয়নি তো।

মা ॥ তবে তখন ও কথা বল্‌লি কেন?

বিনয় ॥ কী?

মা ॥ চাকরীর যাওয়ার কথা না কি বল্লি?

বিনয় ॥ [ম্লান হেসে] ও কিছু নয়।

মা ॥ লুকোস্‌নি বিনয়। [বিনয় নিরুত্তর]

মা ॥ বল্। শুনলুম তোরা সব কি করবি ঠিক্ করেছিস্?

বিনয় ॥ আচ্ছা মা—আমার যদি কিছু মাইনে বাড়ে তা' কি তুমি চাও না ?

মা ॥ তা' কে না চায় ? কিন্তু চাক্‌রী যেতে পারে যে।

[বিনয় নিরুত্তর]

ভেবে দেখ্ বিনয়, এত বড় ঝুঁকি নেওয়া কি উচিত হবে ? তোর ওপর যে সব ভরসা। আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। রমুটা মরবে। লতির যে কি হবে ভাবতেই পারি না। আর আমি যে বড় আশা করে তোর বিয়ে দিয়েছি !

বিনয় ॥ কিন্তু আর যে পারছি না মা।

মা ॥ তার জন্যে কি চাকরীটা খোয়াতে হবে ?

বিনয় ॥ কোথা থেকে যেন ভাঙতে শুরু করেছে মা। এভাবে বোধহয় জোড়া দেওয়া আর চল্‌ছে না।

মা ॥ আমার এ সংসারকে আমি কিছুতেই ভাঙতে দেব না। বুক দিয়ে আগলে রাখবো। তুই শুধু মাথা ঠাণ্ডা কর। [বিনয় ম্লান হাস্‌লো] তুই এসব গোলমালের মধ্যে থাকিস্‌নি বিনয়।

বিনয় ॥ কিন্তু সকলেই যে ষ্ট্রাইক্ করছে মা—সকলেই।

মা ॥ তোমার অবস্থাটা সকলকে বুঝিয়ে বলবে।

বিনয় ॥ সকলেরই তো এক অবস্থা মা। তাইতো ষ্ট্রাইক্। ভাঙন বোধহয় সব জায়গাতেই লেগেছে।

মা ॥ [আর্তনাদের মতো] না—না, এ কিছুতেই হতে পারে না। তুই এর মধ্যে থাক্‌তে পারবি না বিনয়।

বিনয় ॥ মা, আমি কি বল্‌বো তাহ'লে ?

মা ॥ কী আর বলবে ? আমাদের ভাসিয়ে দিতে তুমি পারো না।

বিনয় ॥ [চঞ্চলভাবে উঠে পায়চাবি কবতে করতে] তুমি বুঝতে পারছো না মা!

মা ॥ আমি আর বুঝতে চাই না। তুমি এর মধ্যে থাক্‌বে না।

বিনয় ॥ চাকরী খোয়াতে কি আমিই চাই ?

মা ॥ তবে আর কোনো কথা নয়।

বিনয় ॥ কিন্তু সবাই বল্লে—

মা ॥ বলুক! তোমার কাজ তুমি করবে।

বিনয় ॥ [অস্থির] তা কি করে হয় ?

মা ॥ আর কিছু শুনতে চাই না। আমি বারণ করছি—তুমি এর মধ্যে থাকতে পারবে না। [প্রস্থান]

বিনয় ॥ [হতাশায় ভেঙে পড়ল] মা!

[এমন সময় প্রমথ চোরের মত পা টিপে টিপে ঘরে ঢুক্‌লো। বিনয় তাকে দেখেনি]

বিনয় ॥ [ঘুরে দেখে] কি ?

প্রমথ ॥ না কিছু না। [বিনয় বিছানায় বসল] তুই তা হলে ষ্ট্রাইক্ করছিস্ না তো ?

[বিনয় ভীষণ রেগে তাকালো। কিন্তু কিছু বললো না]

ষ্ট্রাইক্ করলে কি কিছু হয়! শুধুব একগাদা লোকের

হুজুগ। বরং ওপরওয়ালাকে খুসি কর্, দেখবি মাইনে বেড়ে গেছে। তা তো আর করবি না! আমার রোজগার নেই, তোর একটা কিছু হ'লে কি হবে বল্‌তো? কই, আমরা তো কখনো ষ্ট্রাইক করিনি!

বিনয়॥ তোমরা আর আমরা অনেক তফাৎ।

প্রমথ॥ তফাৎ আবার কি? ওসব করিস্‌নি বিনয়।

বিনয়॥ ষ্ট্রাইক্ আমি করব।

প্রমথ॥ সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে?

বিনয়॥ তুমি সংসারকে ভাসিয়ে দাও নি?

প্রমথ॥ [থম্‌কে] আমি! আমি ভাসিয়ে দিয়েছি সংসার? এ কথা তুইও বল্‌ছিস্! আমি আমার রক্ত ঢেলে দিয়েছি।

বিনয়॥ তাই তো চুরি কর'লে। তখন ভেবেছিলে কি হতে পারে?

প্রমথ॥ বিনয়! [কুঁকড়ে গেল]

বিনয়॥ যাও, আমার কোনো পরামর্শের দরকার নেই।

প্রমথ॥ যাব। আমি সংসার ভাসিয়ে দিয়েছি। আমি চুরি করেছি। কিন্তু কেন করেছি?

বিনয়॥ তা তুমিই জানো।

প্রমথ॥ তোর জান্‌বার কোনো দরকার নেই?

বিনয়॥ জেনে লাভ কী?

প্রমথ॥ লাভ আছে বই কি। তুই ছেলে হয়ে আমাকে

চোর বলে ঘেন্না করবি! কিন্তু আমি কি সত্যি সত্যি একটা চোর? কেন এসব করেছি?.

বিনয়॥ [এবার জান্‌বার ইচ্ছায় স্পষ্ট গলায] কেন করেছ?

প্রমথ॥ তোদের জন্যে করেছি।

বিনয়॥ আমাদের জন্যে?

প্রমথ॥ হ্যাঁ।

বিনয়॥ কিন্তু কি দরকার ছিল?

প্রমথ॥ [বেদনার্ত গলায] দরকার ছিল। তুই, রমু, লতি, সব তখন ছোট—ইস্কুলে পড়িস্। তোদের তখন বোঝবার উপায় ছিল না আমি কি করে সংসার চালাই। ৫০৲ টাকা মাইনের কেরানি। ভাল করে লেখাপড়া শিখিনি। তাই পঞ্চাশ টাকার বেশী রোজগার করা আমার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু সংসার তো শোনে নি। তোদের ইস্কুলের মাইনে, জামা কাপড়, তোদের দু'বেলার মুখের ভাত—এসব চালিয়ে যেতে আমি আর পারছিলুম না। কোনো রাস্তা ছিল না। শুধু একটা উপায় ছিল। আমি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করতুম, সেখান থেকে নানা জিনিষপত্র কেনা হত। আমিই কিনতুম। কাজটা ছিল লোভের! কারণ উপরি রোজগার করা যায়। এতদিন আমি সৎ ছিলুম। মুখ বুজে কাজ করে গেছি। কিন্তু আর পারলুম না। জিনিষ কিনলুম দু'টাকায়—আর কোম্পানিকে দেখালুম কিনেছি চার টাকায়। বাড়তি দু'টাকা আমি চুরি করতে লাগলুম। লোককে বলতুম

—উপরি। বছরের পর বছর এই করেছি। তাই তোরা আজ কোনো রকমে বেঁচে আছিস্। চুরি না করলে তোদের কি হতো জানি না। তবে চুরি করেছি—হ্যাঁ, করেছি আমি। কিন্তু তাও গেল। চুরি করা একদিন বন্ধ হয়ে গেল।

বিনয়॥ চাকরী গেল?

প্রমথ॥ হ্যাঁ, তখন তুই ম্যাট্রিক পাশ করেছিস্। তোকে আর পড়াতে পারলুম না। সংসার অচল হয়ে গেল। আমার অবস্থা হলো নোঙর-ছেড়া নৌকার মতো।

বিনয়॥ কিন্তু কেন এরকম করলে?

প্রমথ॥ [যেন নিজেকে প্রশ্ন করছে] কেন করেছি। কেন করেছি! কিন্তু সবটাই কি আমার দোষ?

বিনয়॥ দারিদ্র্যের দোষ। তুমি অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করলে—আর সেই টাকায় আমরা বাঁচলুম—বড় হ'লুম।

প্রমথ॥ তা হয়েছে।

বিনয়॥ কেন এরকম হোল?

প্রমথ॥ ভগবান জানে। আমার অবস্থায় না পড়লে কেউ বুঝতে পারবে না।

বিনয়॥ কী হবে বুঝে?

প্রমথ॥ কেন বুঝবি না? না হলে যে শুকিয়ে মরে যেতিস্।

বিনয়॥ মরে যেতুম।

প্রমথ ॥ হ্যাঁ। আমার ক্ষমতা ছিল না বাঁচাবার। কিন্তু আমি যে বাপ। চোখের সামনে তোরা একটা একটা কোরে নিভে যাবি—

বিনয় ॥ তা সহ্য করতে পারোনি!

প্রমথ ॥ পারিনি।

বিনয় ॥ [মমতায়] কেন পারোনি? পারলেই হয়ত ভালো করতে। [কান্নাচাপা গলা] আমি আর কিছু বলবো না—আর কিছু শুনবো না আমি।

প্রমথ ॥ বিনয়!

বিনয় ॥ য়্যাঁ!

প্রমথ ॥ আমি চোর নইরে।

[বিনয় উদাস বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল]

প্রমথ ॥ বিনয়।

বিনয় ॥ [বাবার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায়] তুমি যাও বাবা।

প্রমথ ॥ আমি যাচ্ছি। যাচ্ছি এখুনি।

[প্রস্থান]

[বিনয় বিছানায় বসলো। তার মধ্যে একটা দ্বন্দ চলছে। মুখে আর শরীরের ভঙ্গিতে তা পরিস্ফুট। বাবার অবস্থাটা বুঝতে চায়—কিন্তু কখনো পারছে, কখনো পারছে না। সন্ধ্যে হোয়ে এলো। মঞ্চের আলো ঝাপসা হোয়ে আসছে। বিনয় আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়লো। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। ক্রমশ তার শরীর স্থির হোয়ে

আসছে। একটু পরে প্রমথ ঢুকলো। প্রথমে সে দ্বিধা করলো—বিনয়ের কাছে যাবে কিনা—ইতঃস্তত করলো। কিন্তু তারপর একটু একটু করে এগুলো। বিনয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে সে নিচু হয়ে নিজের হাতটা বিনয়ের মাথায় দিয়ে অসীম মমতায় বুলাতে লাগলো। তারপর হাতটা তুলে নিয়ে নিজের গায়ের আলোয়ানটা খুলে নিয়ে বিনয়কে ঢাকতে গেলে। কিন্তু তখনি বিনয় নড়ে উঠল। প্রমথ আলোয়ানটা সরিয়ে নিল। বিনয় যখন আর নড়ছে না, তখন সে আবার নিজের হাতটা তার মাথায় বুলাতে লাগলো। এবার বিনয়ের তন্দ্রা ভাঙছে। সে নড়েচড়ে প্রায় উঠবার মতো ভঙ্গি করলো। তখনি প্রমথ দ্রুত হাত সরিয়ে নিয়ে চলে যেতে লাগলো। বিনয় উঠে প্রমথকে দেখতে পেলো। প্রমথ তখন চোরের মতো অপ্রস্তুত। কিন্তু তার ভঙ্গিতে মমতা ও স্নেহ জড়ানো। একটু দাঁড়িয়ে সে চলে গেল]

বিনয় ॥ [মাথায় নিজের হাত দিয়ে] বাবা—

পরদা পড়লো

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্যের ঘর। সকাল। বিনয় আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। একটু পরে মঞ্জু চা নিয়ে ঢুকলো]

মঞ্জু ॥ মা বাজারে যেতে বল্‌লো।

বিনয় ॥ [কাগজটা কোলের উপর রেখে ফিরে তাকিয়ে] কেন? বলে দিয়েছি তো রোজ রোজ বাজার হবে না!

মঞ্জু ॥ রোজ কি করে হ'ল? দুদিন তুমি বাজারে যাওনি সে খেয়াল আছে?

বিনয় ॥ ও। [চায়ের কাপটা নিয়ে চুমুক দিল] কিন্তু আমি ছাড়া কী বাজার করবার কেউ নেই?

মঞ্জু ॥ কে আবার আছে?

বিনয় ॥ কেন, বাবা কি বাজারটা করতে পারে না?

মঞ্জু ॥ কী যে বলো? উনি তো পারেন না। মা বলেন উনি গেলে চার আনার জায়গায় আট আনা খরচ ক'রে ফেল্‌বেন।

বিনয় ॥ [ঠিক করে কাপটা রেখে উষ্ণ মেজাজে] তাহলে আমি একটা মানুষ বাজার করি, বোনের পাত্র দেখি, আবার ডাক্তার ডেকে আনি, কেমন? তোমরা আমাকে কী পেয়েছ বলত?

মঞ্জু ॥ [নরম গলায়, মৃদু অভিমানে] তা আমাকে ব'লছ কেন? আমার একার জন্যে এসব ক'রছো না, বাড়ীশুদ্ধ সকলের জন্যে?

বিনয় ॥ সবাই—সবাইকে বল্‌ছি।

মঞ্জু ॥ আচ্ছা, কী হয়েছে তোমার ব'লো তো? আজকাল একটুতেই তোমার মেজাজের ঠিক থাকে না!

বিনয় ॥ কী আবার হবে? কিছু হয় নি। অতো বেশী বুঝতে চেষ্টা ক'র না। যাও, বাজারের থলেটা এনে দাও।

মঞ্জু ॥ দিচ্ছি। কিন্তু যদি বেশি বুঝতে চেষ্টা করি তাহ'লে কি অন্যায় হবে? [বিনয় নিরুত্তর] তুমি কেন আমার সংগে এমন করো?

বিনয় ॥ কি করি?

মঞ্জু ॥ আজকাল তুমি কতো রুক্ষ হ'য়ে গেছ। আমাকে ক'তো কি বলো! [বিনয় কিছু না বলে শুধু তাকালো] তোমার চিন্তার কারণ আমি যদি জান্‌তে চাই, তাহ'লে তুমি কেন আমায় ব'লবে না? কেন আমার কাছে লুকোও?

বিনয় ॥ [ম্লান হেসে] লুকোই। কিন্তু তুমি জেনেই বা কি হবে? [সামনের দিকে তাকিয়ে] ষ্ট্রাইক। ভাল, তোমাকে বলবো মঞ্জু। কেন বলবো না? হয়ত অনেকটা হাল্‌কা হবো। কিন্তু তুমি বাজারের থলেটা এনে দাও। আগে বাজারটা ক'রে আনি। [মঞ্জুর চায়ের কাপ নিয়ে প্রস্থান]

[বিনয় ম্লান হাস্‌লো। তারপর উঠে গিয়ে জামা গায়ে দিল। আবার সামনে এলো, সে কী যেন ভাবছে। ইতিমধ্যে অমিয়র প্রবেশ]

বিনয় ॥ [অমিয়কে দেখে] কী ব্যাপার? হঠাৎ?

অমিয় ॥ কেন, আস্‌তে নেই?

বিনয়॥ না না, তা বলছি না। মানে অনেকদিন পরে এলে কিনা?

অমিয়॥ হ্যাঁ। মাঝখানে এই বারো দিনই যা আসিনি। আমাদের দু'জনের মাঝখানে এখন এই বারোদিন। বোধহয় একটু তফাৎ হ'য়ে গেছি আমরা!

বিনয়॥ [ব্যগ্র] না না, তফাৎ কেন হ'বো? তুমি আর আমি একই টেবিলে বসে কতদিন কাজ ক'রে এসেছি।

অমিয়॥ কিন্তু আজ সেই টেবিলে তুমিই একা বসে আছো—আমি নেই।

বিনয়॥ [আর্দ্র গলায়] অমিয়!

অমিয়॥ আজ আমি ষ্ট্রাইক করছি—আর তুমি অফিস যাচ্ছ! বারোদিন!

বিনয়॥ কেন তুমি আমায় এমন করে যন্ত্রনা দিচ্ছ? তুমি তো জানোই—কেন আমি ষ্ট্রাইক করতে পারলুম না!

অমিয়॥ ওতো পুরোনো কথা।

বিনয়॥ কিন্তু সত্যি কথা। আমার অবস্থা তুমি তো জানো।

অমিয়॥ সেটা কিছু নতুন নয়। অন্য সকলের অবস্থাও তোমার চেয়ে ভাল নয়। নাহলে তারা ষ্ট্রাইক ক'রতে নামলো কেন?

বিনয়॥ [কোন বক্তব্য খুঁজে না পেয়ে] আর পারছি না—তুমি কী বলতে চাও খুলে বলো।

অমিয় ॥ আজ বারোদিন ষ্ট্রাইক চল্‌ছে। সমস্ত অফিসে মাত্র তোমরা পঁচিশজন কাজ করছ। তিনশ জনের জায়গায় পঁচিশজন কিছুই নয়। তবু্‌ও তুমি অফিস যাওয়া বন্ধ কর বিনয়! তাহ'লে তোমার সঙ্গে আরো কিছু লোক চ'লে আস্‌বে। আস্তে আস্তে দেখ্‌বে ওরা একটি লোকও আর পাবে না।

বিনয় ॥ আমাকে ষ্ট্রাইক ক'রতে বলছো ?

অমিয় ॥ হ্যাঁ।

বিনয় ॥ এছাড়া আর অন্য কিছু হয় না ?

অমিয় ॥ না। [বিনয় ভাবছে]

বিনয় ॥ কিন্তু—না না, এ হয় না অমিয়!

অমিয় ॥ তুমি কি ভাবো কোম্পানী তোমাদের খুব বিশ্বাস করে ?

বিনয় ॥ করে না। ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না।

অমিয় ॥ দরকার মনে করলে নিষ্ঠুরভাবে তোমাদের দূর করে দিতে পারে।

বিনয় ॥ হয়ত পারে।

অমিয় ॥ তবে কেন এখনো ভয় ক'রছো ? কিসের আশা ?

বিনয় ॥ আশা! চাক্‌রিটাতো এখনও আছে।

অমিয় ॥ চাক্‌রির মায়া আমাদেরও আছে বিনয়।

বিনয় ॥ তোমরা আমাকে দয়া করো অমিয়।

অমিয় ॥ তুমি তো কোম্পানীর দয়া পেয়েছ। কিন্তু আমাদের কথা তো কেউ ভাবে না। অথচ আমরাও আমাদের

চাকরীতে ফিরে যেতে চাই। না হ'লে খাব কী? কিন্তু সসম্মানে যেতে চাই—ভালো মাইনে পেতে চাই। তাইত এতো সহ্য ক'রছি। তোমরা পঁচিশজন আর আমরা দু'শ পঁচাত্তর জন। আমাদেরও স্ত্রী-পুত্র পরিবার আছে—অনাহারের ভয় আছে। শুধু মাছির মত জীবনকে ঘৃণা করি বলেই ষ্ট্রাইক ক'রছি। [একটু থেমে] আমার আর কিছু বলবার নেই। তবে, তুমি আর একবার ভেবে দে'খ। [প্রস্থান]

[বিনয়কে দেখলে মনে হয় তার মধ্যে একটা যন্ত্রণা হ'চ্ছে। কিছুক্ষণ ধরে সে নিজেকে সামলালো। তারপর বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বাজারের থলিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল]

নেপথ্যে মা ॥ লতি, ওরে ও লতি।

[মা'র প্রবেশ]

মা ॥ কোথায় যে যায় সব? লতি—। দেখো, ঘরটা কিরকম অগোছাল হ'য়ে র'য়েছে। বৌমা যে কী!

[কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসগুলো ঠিকমতো রাখতে লাগলো]

[লতিকার প্রবেশ]

লতিকা ॥ কি ব'লছো মা?

মা ॥ কোথায় গিছ্‌লি? কাজের সময় পাওয়া যায় না।

লতিকা ॥ একটু ছাদে গিয়েছিলুম মা।

মা ॥ কী যে ছাদ চিনেছিস্‌ তোরা। সেদিন রমুটাকে নিয়ে গিয়ে একটা কাণ্ড করলি। সেই যে ছেলের জ্বর হ'ল, এখনও সারে না। সবাই মিলে দেখ্‌ছি আমাকে পাগল করবি।

লতিকা ॥ কী বল্‌ছিলে বলো না ?

মা ॥ কী আবার বল্‌বো। দুধটা গরম ক'রে রমুকে দে। [লতিকা চলে যেতে যেতে ফিরল]

লতিকা ॥ মা !

মা ॥ কী ?

লতিকা ॥ গয়লা বলেছে কাল থেকে আর দুধ দেবে না।

[মা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইল]

মা ॥ তার আর দোষ কি বল ? বিনা পয়সায় কে আর দুধ দেয় ! [একটু পরে] বাক্‌সোয় আমার চারগাছি চুড়ি আছে বোধ হয়। সেগুলো বার ক'রে রাখিস্ তো।

লতিকা ॥ কেন মা ?

মা ॥ কেন আবার ? কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে হবে তো ? চোখের সামনে ছেলেটা কী ম'রবে ? [থেমে] হ্যাঁরে, ও কোথায় গেছে রে ?

লতিকা ॥ বাবা তো কোন্ সকালে বেরিয়ে গেছে। ক'দিন ধরে শিবদাসবাবুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

মা ॥ [ম্লান হেসে] হ্যাঁ, অভাগার কপালে জোটেও যত ! তুই যা, বিনয়ের আবার বাজার থেকে আস্‌বার সময় হ'ল। ছেলের মাথায় আবার ঢুকেছে ষ্ট্রাইকের চিন্তা। কী যে হবে ! [লতিকার প্রস্থান]

[প্রমথর প্রবেশ। মাথার চুল তার বিস্রস্ত—একটা এলো-মেলো পাগলের মত ভঙ্গি]

প্রমথ ॥ হায়—হায়, কী সর্ব্বনাশ হোল আমার! সব গেল! সব গেল।

মা ॥ কী হ'য়েছে? [অবাক]

প্রমথ ॥ কি হয়নি বলো? ওরে বাবারে! [কপাল-বুক চাপড়ালো] আমার কি হবে রে! সব গেল! সব গেল! আমাকে একেবারে ছন্নছাড়া কোরে দিয়ে গেল!

মা ॥ [এগিয়ে এসে] বলি হ'ল কী? পাগলের মত অমন ক'রছ কেন?

প্রমথ ॥ কেন ক'রবো না? কেন ক'রবো না বলতে পারো? শিবদাস—শিবদাস আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে গেল রে! [শেষের কথাগুলো সুর ক'রে বল্‌লো]

মা ॥ শিবদাস তাহ'লে তোমাকে টাকা দেয় নি?

প্রমথ ॥ টাকা দেবে শিবদাস? সে আমার হয়ে টাকা নেবে বলে আমি যে তাকে সই ক'রে দিয়েছি!

মা ॥ ও ভালই হ'য়েছে। হাজার হোক্ অন্যায় তো।

প্রমথ ॥ শালা জোচ্চোর, শয়তান! আমি দেখে নেব! খুন ক'রে ফেল্‌বো!

মা ॥ থাক্—আর চেঁচিয়ে কাজ নেই। তাকে আর তুমি পাচ্ছ! সে তার কাজ সেরে পালিয়েছে। এখন ভেতরে যাও তো। চান ক'রে নাও। কিল খেয়ে হজম করা ছাড়া আর উপায় কি? কথাটা তো আর কাউকে বলবার নয়।

প্রমথ ॥ আমি দেখে নেব শালাকে ! টুঁটি কামড়ে দেব শিবদাসের ।

মা ॥ আঃ, তোমায় নিয়ে আমি কি ক'রবো বলো তো ? বাড়ীতে একটা রুগী ধুক্‌ছে সে খেয়াল আছে ? অত চেঁচাচ্ছ কেন ?

প্রমথ ॥ [যেন অবাক হ'য়ে গেছে] বলো কী ! চেঁচাব না ? বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে যে !

মা ॥ তুমি দয়া ক'রে ভেতরে যাবে ?

প্রমথ ॥ [হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ মা'র দিকে চেয়ে] সব গেল ! সব গেল ! সব গেল । [প্রস্থান]

[মা প্রমথর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল—তারপর প্রমথ চলে যাবার পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললো । এর পর ঘরের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত তার দৃষ্টি ফেলতে লাগলো । ভঙ্গিতে মনে হ'চ্ছে অপূর্ব্ব এক ভালবাসার সামগ্রী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে যেন চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে । যেন আর বাধা যাচ্ছে না । ক্রমে তার চোখে জল এলো । চৌকির দিকে এগোল—দৃষ্টি তার উদাস, সম্মুখের দিকে । আস্তে আস্তে সে চৌকির উপর বসে পড়ল । ক্রমে যেন ধ্যান মগ্ন হ'ল]

[মঞ্জুর প্রবেশ]

মঞ্জু ॥ মা !

মা ॥ [চম্‌কে] য়্যাঁ ! বৌমা ? কী বল্‌ছো ?

মঞ্জু ॥ আপনি একবার আসুন । উনি রান্নাঘরের সাম্‌নে বসে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কী সব বল্‌ছেন । কিছুতেই উঠ্‌ছেন না ।

মা ॥ জানি। তা আমি গিয়ে কি ক'রবো ?

[বিষণ্ণ হাসলো]

মঞ্জু ॥ আমার যেন কি রকম মনে হ'চ্ছে !

মা ॥ ভয় নেই মা। পাগল হয় নি। ও টাকার শোক।

মঞ্জু ॥ কিসের শোক বল্‌লেন ?

মা ॥ কেন, তুমি বুঝতে পারনি ? শিবদাসের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না—সে টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

মঞ্জু ॥ ও !

মা ॥ ন্যায়-অন্যায় বুঝি না বৌমা। টাকাটা পেলে আমাদের এই দুঃসময়ে কিছু সুবিধে হোত। তা ভগবান দিলেন না।

মঞ্জু ॥ অদৃষ্ট। [মা দুঃখের হাসিতে মাথা নাড়লো] কিন্তু আপনি একটু চলুন না মা।

মা ॥ কোথায় ?

মঞ্জু ॥ চান-টান ক'রে নিলে উনি বোধ হয় একটু সুস্থ হবেন। আমি তো বলে বলে পারছিনা।

মা ॥ আমাকে মুক্তি দাও বৌমা। আমাকে রেহাই দাও। আমি যেতে পা'রবো না।

মঞ্জু ॥ [কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে] শরীরটা কি আপনার ভালো নেই মা ?

মা ॥ [বিকৃত হেসে] আমার শরীর ? দেখেছ, আমার

কখনো অসুখ দেখেছ বৌমা? আমার তো অসুখ হয় না—আমার অসুখ হয় না!

নেপথ্যে প্রমথ॥ খুন ক'রে ফেল্‌বো। টুঁটি কাম্‌ড়ে দেব শিবদাসের।

মা॥ বৌমা, একটু যাও না বৌমা। ওকে তুমি চান করিয়ে দাও। আমি আর পারছি না। কেমন যেন হ'য়ে গেছি। আমার হাত দু'টোতে একটুও যেন জোর নেই। একটু বসে থাকি। বিনয়ের এই ঘরটা আমার বেশ ভাল লাগে—বেশ লাগে। তুমি যাও বৌমা।

[মঞ্জুর নিরুপায়ের মত প্রস্থান]

[মা হঠাৎ নিজের মনে হেসে উঠলো। বিনয় ঢুকলো, হাতে বাজার। মা বিনয়কে দেখেনি। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে]

বিনয়॥ [মা'র কাছে গিয়ে] কি হ'য়েছে মা?

মা॥ [ফিরে] কিছু হয়নি তো। বাজারটা দিয়ে আয়।

বিনয়॥ যাচ্ছি। তুমি অমন ক'রে বসে রয়েছ কেন মা?

মা॥ জানিস্ বিনয়, শিবদাস টাকাটা ফাঁকি দিয়েছে? তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনয়॥ [যেন একটু আফশোষে] জানি। ওতো একটা জোচ্চোর। অন্যায় কখনও সয়?

মা॥ অন্যায়! ন্যায়-অন্যায়ের চুল-চেরা হিসেব তুই করতে পারিস্ বিনয়?

বিনয়॥ হয়ত পারিনা। [প্রস্থান—অমিয়র দ্রুত প্রবেশ]

অমিয় ॥ বিনয়। বিনয় আছো নাকি ?

মা ॥ আছে। বসো। [অমিয় বসলো]

মা ॥ কিছু দরকার আছে বুঝি ?

অমিয় ॥ হ্যাঁ, একটা খবর দেবো। [বিনয়ের প্রবেশ]

বিনয় ॥ [অমিয়কে দেখে] কী ব্যাপার অমিয় ?

অমিয় ॥ তোমাকে একটা খবর দিতে এলুম। কোম্পানী সমস্ত কর্মচারীকে বরখাস্ত ক'রেছে।

বিনয় ॥ [অমিয়র হাতটা চেপে ধরে] কি বলছো তুমি ?

অমিয় ॥ ঠিকই বলছি। এই মাত্র খবর পেলুম।

বিনয় ॥ তার মানে আমরা যারা কাজ করছি, তাদেরও বরখাস্ত করা হ'ল ?

অমিয় ॥ সকলকে, তিনশোজনকেই। এই নোটিশটা পড়লেই বুঝতে পারবে। [পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে দিল]

বিনয় ॥ [কাগজটা পড়ে স্তম্ভিত] অমিয় !

অমিয় ॥ কী ?

বিনয় ॥ না না, এ হ'তে পারে না। একেবারে এতটা !

অমিয় ॥ তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না ?

বিনয় ॥ হোচ্ছে। না কোরে উপায় কী ? কিন্তু আমার চাকুরিটা হয়ত নাও যেতে পারে অমিয়।

অমিয় ॥ হ্যাঁ, ওরা তোমাকে হয়ত নতুন করে Appointment দেবে। নতুন চাকরী হবে তোমার।

বিনয় ॥ কেন তা হ'বে? এতদিনের চাকুরি আমার এক-কথায় চলে যাবে! আর এক কথায় তা নতুন ক'রে সুরু ক'রতে হ'বে? এ কিছুতেই হয় না।

অমিয় ॥ যদি তাই হয় তাহ'লে কি ক'রবে তুমি?

বিনয় ॥ তার আগে জিজ্ঞাসা ক'রছি, তোমরা এখন কি ক'রবে?

অমিয় ॥ আমরা ষ্ট্রাইক চালিয়ে যাব। এটা শুধু একটা হুম্‌কি।

বিনয় ॥ [অমিয়র দিকে তাকিয়ে কি ভাবলো, তারপর নিজের মনে কি ভাবলো—পরমুহূর্তেই মা'র দিকে ফিরে] মা!

মা ॥ [মা মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা ক'রল] কী?

বিনয় ॥ আমি ষ্ট্রাইক ক'রবো মা!

[মা বিস্ফারিত চোখে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন সময় নেপথ্যে একটা বাটি পড়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দ হ'ল]

নেপথ্যে লতিকা ॥ মাগো!

বিনয় ॥ কি হ'ল?

মা ॥ দেখত বিনয়। [বিনয় এগোল, সংগে সংগে লতিকা ঢুক্‌লো। অপরাধীর ভংগী, কাঁদো কাঁদো]

বিনয় ॥ কী হ'য়েছে?

মা ॥ কী ফেল্‌লিরে লতি?

লতিকা ॥ [কান্নায়] দুধের বাটিটা পড়ে গেল মা! ছোড়দাকে দুধটা দিতে যাচ্ছিলুম—

মা ॥ [অসহায়] আর যে দুধ নেই রে !

লতিকা ॥ [কান্নায়] জানি মা। কিন্তু হাত থেকে কেমন ক'রে যে ফস্কে বাটিটা পড়ে গেল। আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে ক'রছে ! [ফোঁপাতে লাগলো]

মা ॥ ভালোই হ'য়েছে। গয়লা তো কাল থেকে দুধ দেবেই না বলেছে।

বিনয় ॥ আমি ষ্ট্রাইক ক'রবো মা !

[লতিকার ফোঁপানী একমুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়েছে। সে বিনয়ের দিকে তাকালো। আর মা পরিপূর্ণভাবে তাকালো বিনয়ের দিকে]

মা ॥ [খুব আস্তে] বিনয়।

বিনয় ॥ হ্যাঁ মা। আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। তুমি আর বাধা দিও না মা।

[মা কিছু ব'ল্‌লো না, শুধু তাকিয়ে রইল]

ওই ত্থাখো, লতি কাঁদ্‌ছে ! দুধটা ওর হাত থেকে পড়ে গেছে বলে। ওর কী দোষ ? হাত থেকে দুধ পড়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আর এক বাটি দুধ যোগাড় করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এর চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে ? কাল থেকে দুধ একেবারে বন্ধ ! কেন হবে ? আমার ভাই যক্ষায় কাশ্‌তে কাশ্‌তে কুঁক্‌ড়ে যাবে। অথচ কোন ব্যবস্থা হবে না ! কই, অবাক হই না কেন ? অভাবের জ্বালায় বাবা অন্যায় ভাবে টাকা রোজগার ক'রতে যায়। ন্যায়-বোধ পর্য্যন্ত মরে গেছে ! তুমি একটা ছেঁড়া

কাপড় পরে বসে রয়েছো মা। লতি শুকিয়ে যাচ্ছে—আর মঞ্জুর আশা পুড়ে ছাই হোচ্ছে। বলো, এই সংসার তুমি চেয়েছিলে? আমরা কী ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল?

[মা নিরুত্তর শুধু তাকিয়ে আছে]

[কাছে গিয়ে হাত ধরে] কথা বলছ না কেন? শুধু মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাবো? কবে তাহলে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াব? কেন চীৎকার করতে পারবো না? বলো না মা, বলো! তুমি শুধু বলো, আমি ওদের সংগে ষ্ট্রাইক ক'রবো মা। এই বারোটা দিন যে আমার কিভাবে কেটেছে তা আমিই জানি। আজ আমাকে একটা কিছু ক'রতেই হ'বে। তুমি আর বাধা দিও না মা।

মা ॥ [কাঁপছে, গলা যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রছে] যাবি?

বিনয় ॥ হ্যাঁ মা। তুমি বললেই যাবো।

মা ॥ [কাঁপছে। অসীম মমতায় বিনয়ের মুখ খানা দেখে আর মাথায় হাত দিয়ে] যা—যা বিনয়! তুই যা ভাল মনে করিস্ তাই কর। আমি আর তোকে বাধা দেব না।

[প্রমথ ঢুকে একপাশে বিড়বিড় ক'রে]

বিনয় ॥ [আবেগে] মা! চলো অমিয়।

[মঞ্জুর প্রবেশ]

মঞ্জু ॥ ও কোথায় যাচ্ছে মা?

বিনয় ॥ আমি আস্‌ছি মঞ্জু। এখুনি আস্‌ছি। [মা'কে] আমি ওদের শুধু জানিয়ে আসবো মা। [বিনয় ও অমিয়র প্রস্থান]

মা ॥ [দুহাতে বুকটা চেপে ধ'রে] লতি !

[লতিকা ও মঞ্জু দ্রুত মা'র কাছে এলো]

লতিকা ॥ কী হ'ল মা ?

মা ॥ বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ক'রে উঠলো ! [কাঁপছে] ওঃ, কে যেন চেপে ধরেছে বুকটা।

[অবশ হোল]

লতিকা ॥ [আধো কান্নায়] মা !

মা ॥ [জোর করে সামলে নিয়ে] নারে, কিছু হয়নি আমার। বৌমা তুমি যাও। বিনয় এখুনি আসবে। ওর খাবার ব্যবস্থা করো।

[মঞ্জুর প্রস্থান]

প্রমথ ॥ [বিনয়ের চলে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পেরে] বিনয় কোথায় গেল ?

মা ॥ গেল একটু, এখুনি আসবে।

প্রমথ ॥ কিন্তু গেল কোথায় ?

মা ॥ ও আজ থেকে ষ্ট্রাইক ক'রবে।

প্রমথ ॥ সর্ব্বনাশ ! আর তুমি ওকে ছেড়ে দিলে ? গেল গেল, সব গেল ! শিবদাস মেরেছে আমাকে আর তুমি মারলে বিনয়কে !

মা ॥ কি ব'লছো ?

প্রমথ ॥ ঠিকই বলছি। ষ্ট্রাইক করার ফল কী জানো ?

মা ॥ জানি। এর চেয়ে তো আর কিছু খারাপ হ'বে

না। মানুষ পাথর নয়। সহ্য ক'রতে ক'রতে সে একসময় চেঁচিয়ে ওঠে।

প্রমথ ॥ [চেঁচিয়ে] তবে আমিও চেঁচিয়ে উঠি। সব জাহান্নামে যাক্!

মা ॥ লতি, তোর বাবাকে বারণ কর্। আমার শরীর খারাপ। এখান থেকে যেতে বল্।

প্রমথ ॥ যাচ্ছি। আমি এখুনি বিনয়কে ফিরিয়ে আনবো। [প্রস্থানোদ্যত]

মা ॥ তুমি ওকে বাধা দিও না।

প্রমথ ॥ [ফিরে করুণ গলায়] তুমি কি পাগল হ'য়ে গেলে? এম্নি ক'রে সব ভেঙে দিচ্ছ?

মা ॥ [ম্লান হেসে] আমি ভেঙে দিচ্ছি? দেখতে পাচ্ছো না, কে যেন চারিদিক দিয়ে সব ভেঙে দিচ্ছে!

[তেরো চোদ্দ বছরের একটি ছেলে ঢুকে প্রমথর হাতে একটা কাগজ দিয়ে বলল—চিঠি। তারপর সে চলে গেল]

মা ॥ কী ওটা?

প্রমথ ॥ দেখ্ছি। [পড়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। চিঠিটা হাত থেকে পড়ে গেল]

মা ॥ দেখতো লতি।

লতিকা ॥ [চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে] মা।

মা ॥ কীরে লতি? অমন করছিস্ কেন?

লতিকা ॥ দাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। [মা যেন পাথর]

। প্রমথ ॥ হ্যাঁ, কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সে আপিসের সামনে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ সকলকে ধরে নিয়ে গেছে। বিনয়ও তার মধ্যে আছে।

লতিকা ॥ [চেঁচিয়ে] দাদা !

[মঞ্জুর প্রবেশ]

মঞ্জু ॥ কী হোয়েছে মা ? [কাছে এলো]

লতিকা ॥ দাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে বৌদি !

[মঞ্জু পাথর হোয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে বিছানায় বসে পড়লো।]

মা ॥ লতি, তোরা শুনতে পাচ্ছিস আওয়াজটা ?

লতিকা ॥ কিসের আওয়াজ ?

মা ॥ ওই যে মড়মড় কোরে সব ভাঙছে—শুনতে পাচ্ছিস না ?

[লতিকা বুঝতে পারছে না]

প্রমথ ॥ আমি পাচ্ছি।

নেপথ্যে রমেন ॥ মা—লতি—ওরে, জানলাটা খুলে দিয়ে যা না। একটুও আলো নেই যে ! আলো—আলো।

মা ॥ আমাকে একটু ধরতো রে তোরা। একবার রমুর কাছে যাই। ওকে একটু দেখতে হবে তো।

প্রমথ ॥ বিনয়কে দেখতে যাবে না ?

লতিকা ॥ দাদা ! [ফুঁপিয়ে কাঁদছে]

প্রমথ ॥ চুপ চুপ, কাঁদিসনি ! বিনয় যে জেলে গেছে ! মুখ বুজে সহ্য করতে পারেনি কিনা—চেঁচিয়ে উঠতে

গিয়েছিল! তাইতো ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু ও কোথায় থাকবে? কোথায় রাখবে ওকে? বড্‌ডো শীত যে! রাত্রে ও কী গায়ে দেবে? ওর তো গায়ে দেবার কিছুই নেই। এই শীতে—আমার আলোয়ানটা—[এদিক-ওদিক দেখে কোনের দড়ি থেকে আলোযানটা নিযে] এই যে। আহা, রাত্রে ওর বড্‌ডো কষ্ট হবে রে! তোরা একটু বোস্—বোস্। আমি এখুনি আসছি।

লতিকা॥ কোথায় যাচ্ছো বাবা?

প্রমথ॥ আমাব এই আলোয়ানটা বিনয়কে দিয়ে আসি। শীতে ওর বড্‌ডো কষ্ট হবে কিনা! এই আলোয়ানটা ওকে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

[আস্তে আস্তে মঞ্চের আলো মিলিযে যাচ্ছে। দুপাশ থেকে স্পটলাইট পড়লো। তার মধ্যে দেখা গেল তিনজন পাথরেব মত বসে আছে]

নেপথ্যে রমেন॥ আলো—আলো—

মা॥ [আস্তে আস্তে লতিকা ও মধুর কাঁধে হাত রেখে উঠছে] আলো—আলো!

[পরদা পড়লো]